BALI BADHA KAVYA

BENGALEE BLANK VERSE

BY

GIRISH CHUNDER BOSE

BHOWANIPORE

PRINTED AT THE SOMPROKASH PRESS

1876

Price Re.

উৎসর্গ।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব মিত্র মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

কল্পনা কল্পদ্রু শাখা লয়ে কুতূহলে
রোপি বর্ষ স্রোতস্বতী তীর-পার পরে
সিঞ্চি সুধা নব রস কৃতসাধ্য শ্রমে ;—
পুষ্পিত প্রসূন-চয়ে উৎসুক কৌতুকে
গাঁথি এ গাথা-গৌরব-কাব্য বালিবধ
অনেক আয়াস-সুখে ;—সমর্পিব কারে ?—
পরম প্রীতির প্রভু পূজ্যপাদ তুমি
রক্ষেছ স্নেহের যত্নে অপত্যে যেমতি
রাখে লোকে শুক পাখী দেখি আত্মসুখে
বাল্যাবধি,—আজিও, যে যত্নে,— সম্পাদিতে
প্রীতি তব প্রাণপণে মম,—(কেবা আর
এবে এ জগতে ভক্তি শ্রদ্ধাস্পদ চির
ভাসিবে আনন্দরসে পবিত্র অন্তরে)
সামান্য এ উপহারে ;—চরিচার্থ আমি।

বেণীপুর
৩০এ শ্রাবণ ১২৮৩।

অনুগৃহীত
শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু।
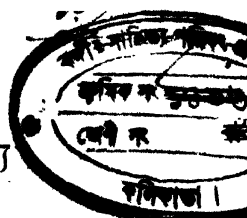
বালি বধ কাব্য

প্রথম সর্গ।

প্রকাশে কর অরুণ পূর্ব্বাচল হতে,
আগ্নেয় শিখরে বাষ্পে অগ্নি শিখা যেন—
প্রচ্ছন্ন প্রভাবে দেব,—আসে হাসি ত্বরা
হরিতে শর্ব্বরী সতী,—শান্তি-সুখ প্রদা।
নিরখি নিমিষে মরি! নিশা ম্লানা, উষা
অবসন্না অশ্রুমুখী, অপসৃতা শোকে
অন্তরীক্ষে প্রবোধিয়া মহী, বহি শ্বাস
মন্দ স্নিগ্ধ গন্ধবহে,—দূরে ফেলি ভূষা
নানা ফুল ফলে,—হাসে নব বেশা মহী
তোষিতে পার্থিবে সুখে,—পোষিতে সন্তানে।
হাসিল নলিনী সরে,—ভাসিল সারস,
উত্তাল লহরী লীলা নির্ঘোষে যেমতি
রত্নাকরে, উথলিয়া সুস্বর লহরী
ঘোষিল বিহগ সব জীব জন্তু বনে।—

রাত্রি গেল বলি, ত্রাসে সপত্নী তারকা
রাশি স্বর্ণসুম সম মগ্ন ব্যোমার্ণবে।
সুধু শুক অধোমুখে দেখে দুঃখ শোকে।
বিরহ-বিষাদাচ্ছন্ন যথা অস্তাচলে
শশী, অবসন্ন, শ্রীশ বসি ঋষ্যমুকে
দুঃখী প্রিয়াদুঃখে, ক্রোড়ে, অনুজ সৌমিত্রী
সহ সুগ্রীবপ্রধান পঞ্চ সহচরে ;—
কৈলাস শিখরে খেদে, হায়রে ! যেমতি
ভূষিত-বিভূতি ভব ভবানী অভাবে
দক্ষ যজ্ঞে। সম দুঃখে দুঃখী দাশরথি
সহ সুগ্রীব, সুদৃঢ় সখ্যতার সূত্রে
বদ্ধ প্রতিজ্ঞার পাশে উভয়ে, বধিয়া
বালি সোদরবঞ্চক, সমর্পিবে মিত্রে
রুমা, রাজ্য, রঘুপতি ; নাশি সীতাহারী
দুরাত্মা রাক্ষসে রণে, উদ্ধারিবে সখা
সুগ্রীব, ভূসুতা (রমা বৈকুণ্ঠ বাসিনী)
ক্লেশে কর্ব্বুর নিবাসে। সম্ভাষি সন্তাপে,
শরণাগত-শরণ্য রাঘবে, সুগ্রীব
বিবরিয়া পূর্ব্বাপর সহজ শত্রুতা-
সূত্র, শেষ,—রাগে দুঃখে, লোহিতাক্ত নেত্রে—
প্রাতঃকাল প্রাচী দিকে যথা সুস্বননে
সমীরণ বহে মৃদু মন্দ স্বভাবেতে—

কহিলা,– কহ হে সখা ! কিরূপে নাশিবে
যুঝি তার সহ, বলে অসামান্য, বীর্য্যে
দুর্জ্জয়, দুর্দ্ধর্ষ বালি, বিক্রম পৌরুষে
বিখ্যাত জগতে বীর, শূর-অভিমানী।
দেবের অসাধ্য কার্য্য ! যার (প্রাতঃসন্ধ্যা
সমাপন চারি সিন্ধু নীরে) অবিশ্রান্ত
পদে,—স্বকার্য্য গৌরবে, যথা মহা বেগে
ধাবিত, উদয়াদ্রিতে উদিতে আদিত্য।
স্বভাব সুচারু চিত্রে শাখা প্রশাখায়,
দেখ, শোভে এ সুদীর্ঘ তরু সপ্ত তাল,
অবহেলে এ সকলে ভেদে কত বার,—
প্রাবৃট পূর্ব্ব সময়ে,– সময়ে সময়ে,
সম কালে মহাবল বালি বজ্রধর,
বজ্র শরে—করিবারে পারে প্রকম্পিত,
শূন্য পত্র, পরীক্ষিতে ভুজবল—গর্ব্বে।
উচ্চ ধবল শিখর, অনিল বিক্রমে
খসি পড়ি যেন, ভূমে,—দেখ এ কঙ্কাল,
মহিষ আকার দুষ্ট দুর্জ্জয় দুন্দুভি
অসুরের, বল দর্পে,—নিহত যে বীর,
বালি বাহুবলে ; ভীত আমি ভয়ে যার
তাড়িত সাগর-শৈল-কানন-ভূতলে ;
ছায়া সম জায়া ছাড়ি, ছায়া যথা রৌদ্রে,

ভ্রমি অবিশ্রান্ত ক্লেশে,আসি অবশেষ
এথা স্থখী সহচর সহ,—ত্যজি শঙ্কা
তার। আশা নাই কভু আসিতে, দেখিতে
তার এ কানন শৈল ঋষ্যমুকে,—জানি
জ্বলে শাপ সধি ঋষি মতঙ্গের রোষ-
বাষ্পে, মৃগ তৃষ্ণা যথা ত্বিষ্ঠে মার্ত্তণ্ডের
তেজে, অদৃষ্ট প্রভাবে,—নাশিতে পতঙ্গ
সম মত্ত বালি-বীর-মদগর্ব্ব ভরে।
বর্ণিনু এ সব বালিবিক্রমের বার্ত্তা
আশ্চর্য্য ; অসাধারণ। সখে ! কহ এবে
কিরূপে যুঝিয়া রণে পরাজিবে তারে।
কহিলা বীর সৌমিত্রী অনন্ত প্রকৃতি,
বিদ্যুতাভা ঘন যেন ঈষদ্ধাস্য করে,
স্থগ্রীব, প্রকাশ—কিসে বিশ্বাসিবে তব
বালি বধে ? উত্তরিলা স্থগ্রীব স্থধীরে
কৌতুক উল্লাসে ভাসি পরীক্ষিতে বীর।
এ সপ্ত তালের মাঝে তাল তরু এক,—
শরে বিন্ধিতে পারেন যদি রাম, বলে,
তুলি হস্ত দুভির এ কঙ্কাল পদে,
নিক্ষেপিতে শত ধনু দূরে, অকাতরে.
তবেত প্রত্যয়ি—স্থির হত হবে বালি !
প্রতপ্ত তপন তেজ যথা সিন্ধু হৃদে,—

জাগে সে শত্রুর শক্তি সদা মনে মম ;
প্রত্যক্ষি না কভু কিন্তু তব পরাক্রম
কিরূপ সংগ্রামে। সখে! করি না তুলনা
অবমাননা বা ভয় প্রদর্শন এবে,
তুলনা রহিত তুমি বিশ্বে,—বন্য আমি।
হিমাদ্রি আশ্রয়ে যেন আশ্রিত, সকলে
আছি অব্যাহত তব চরণ শরণে ;
সদয় একান্ত তুমি বান্ধব বৎসল,
পুণ্যাত্মা, ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম পালি বনবাসে ;
সপ্রমাণ মম, বেদ সম বাক্য তব।
আকৃতি, সাহসে, তেজঃ বিকাশে, অপূর্ব্ব,—
ভস্ম বাসে লুকায়িত বৈশ্বানর যেন,
স্নিগ্ধ বায়ু মুগ্ধ নর স্নিগ্ধ করে ভয়ে,
ভীত কিন্তু আমি সদা বালি-ভীমকার্য্যে।
হাসিলা কমল নেত্র—মধু সুমধুর
শতদল দল পূর্ণ সরে প্রফুল্লিত
আহা! শতদল যেন ; অস্ফুট কলিকা
দুটি পাশে ভাসে চক্ষু আরক্তিম দুঃখে,
আগে যে পরীক্ষা দিছি ভাবি সীতা লাভে,—
সুখে ভেসেছিল যাহা হর-ধনু ভঙ্গে।
কহিলা সহাস্য আস্যে বীরেন্দ্র রাঘব,
সংশয় সংহর, জ্ঞানে মুক্তি-প্রদ ভক্তি

মূল বিশ্বাস, যদ্যপি না থাকে তোমার,
মম বল পরাক্রমে, করিতে পারিবে
শ্লাঘা যাতে যুদ্ধে,—হেন প্রত্যয় এখনি
তবে জন্মাইব আমি মনে,—তব,—ভ্রম।
প্রবোধি এরূপে সখা-বৎসল বীরেশ
শঙ্কিত সুগ্রীবে, বীর গর্ব্বে—নিক্ষেপিলা
অবলীলি সুনিপুণে পাদ বৃদ্ধাঙ্গুল-
বলে দুন্দুভি কঙ্কাল, যোজন দ্বিগুণ
পঞ্চ অন্তরে, তাড়িত তৃণ রাশি যেন
প্রবল বায়ুর বলে প্রলয়ের কালে।
কহিলা সুগ্রীব তবে, তাহা দেখি, পুনঃ
দ্রুমচর কীশ কুল লক্ষণ সমক্ষে,
অভ্র অন্তঃরিত অর্ক সম সুপ্রখর
রামে, সুস্নিগ্ধ সুপ্রিয় ভাষে, রঘুনাথ!
শ্রমার্ত্ত মদবিহ্বল সে সময়ে বালি
যবে দূরে ফেলে, ছিল রসার্দ্র মাংসল
অভিনব দেহ ইহা.; কিন্তু শুষ্ক এবে
লঘু ভার তৃণ তুল্য,—নিক্ষেপিলা তাই
সখা সানন্দ আননে; নির্ণয়ি কেমনে
এতে বল সমধিক বালির কি তব।
আর্দ্র, শুষ্ক উভয়ের প্রভেদ বিস্তর,
সংশয় আমার তাই মনে। ভেদ যদি

এবে, এ উদ্ভিদ শাল এক শরে এতে
বুঝিব দোঁহার মাঝে বলাবল যার।
বক্র করিকরাকার এ কার্ম্মুকে তুমি
যোজিয়া জ্যাগুণ, শর আকর্ণ কর্ষণে
মুক্ত কর শর হবে বিদীর্ণ নিশ্চিত
শাখী—এ বিশাল শাল, তবে, মুক্ত মাত্রে।
চর্চ্চায় কি কাজ, দিব্য দিয়া কহি আমি
হে দিব-নিবাসি সখা! জানি দিব্য-গুণে,
কর যা কর্ত্তব্য, শুভ, হিতার্থে আমার;
হিতার্থী ধরার তুমি,—শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা
বিক্রম পৌরুষে; সূর্য্য তেজস্বীতে যথা,
হিমাদ্রি অচলে, সিংহ চতুষ্পদে, তথা
তুমি দেব! নর মাঝে নর শিরোমণি।
বিশ্বাস বর্দ্ধিতে রাম সুগ্রীবে,তখনি
ধরিলা বিশিখ-ভীম-ধনুকে, শোভিল,
নীল নভস্তলে যেন নীরদ-বাহন
বাসব বারিদ দেহে ধরি ইন্দ্রায়ুধ,
সে কানন ঋষ্যমুক শিখরী শিখরে।
নব ঘন ঘোর রব টঙ্কার নিনাদে
চমকিল প্রতিধ্বনি শুনি সচকিতে।
ত্যজিলা ইষু—ভীষণ অশনি সদৃশ
ছুটিল,—বিকাশি আভা সে স্বর্ণ খচিত

শর ঝলসি নয়ন, মেঘে সৌদামিনী
যথা ;—ছুটে মহা বেগে শ্বাপদ স্বতেজে
শব্দ অনুসারে বনে। পরিত্যক্ত মাত্র
সে শর ভিদুর ভেদি সপ্ত তাল, তবে
শৈল, মুহূর্ত্ত ভিতরে পশি রসাতলে,
উড়ে ফুঁড়ে আসে গুটি মায়াবলে, যথা
মায়া মহা গুণে ;—পুনঃ উপস্থিত তূণে।
স্বপনে সুষুপ্ত যেন প্রবুদ্ধ সুগ্রীব,
বিস্মিত অতি, আশ্চর্য্য ! সপ্ত তাল ভেদ
দেখি শ্রীশ-শর বেগে—ঐশ তেজ বল।

যথা যবে সরি তীরে নিষাদ সদয়ে
রক্ষিলে, শ্বাপদ লক্ষে লক্ষিত তৃষিতে,
নমে হর্ষে সে ত্রাতাকে, ত্রাসিত,— সুগ্রীব
নমি লম্বিত ভূষণে, সাষ্টাঙ্গে অস্ত্রবিৎ-
প্রবর বীর রাঘবে, কহিতে লাগিলা
প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ;
রাম ! অন্তর বালির কথা, শর জালে
রণে পার বিনাশিতে তুমি সুরাসুর
শক্র আদি,—কে তিষ্ঠিতে পারে অগ্রে তাঁর,
এক মাত্র শরে যাঁর ভেদ সপ্ত তাল,
শৈল, পাতাল অবধি। বাসব বরুণ
হেন প্রভাব তোমার,—অজেয় অতুল।

ভিষক বান্ধবে যথা চিরক্লিষ্ট রোগী,
বীত-শোক আজি আমি,—সংসার ব্যাধির
বেথি, পেয়ে ভববৈদ্য ধরায় তোমায়—
মিত্র। কহি এবে আমি কৃতাঞ্জলি পুটে;—
সখে! নাশ সে বালিকে—ভ্রাতৃ রূপী শত্রু
মম, হিতোদ্দেশে তুমি। কহিলা বীরেন্দ্র
বীর আলিঙ্গিয়া তবে ভাবি প্রিয় ভাষে
স্থগ্রীব প্রিয়দর্শনে,—সখে! চল মোরা
যাই ঋষ্যমুক হতে তবে সে কিস্কিন্ধা,
যাও সর্ব্ব অগ্রে তুমি,— আহ্বান করগে
ভ্রাতৃ-গন্ধী সে বালিকে সংগ্রামার্থ—সুখে।

দ্বিতীয় সর্গ।

উপস্থিত তবে সবে ত্বরা কিস্কিন্ধায়;—
প্রবেশি নিবিড় বনে,—প্রচ্ছন্ন প্রভাবে
রহিলা পাদপ আড়ে,—নিষাদ যেমতি
বধিতে মৃগেরে ছলে মৃগ রাখি আগে।
বাঁধি বাসে কটিতট সুদৃঢ়,—সুগ্রীব
আহ্বিতে লাগিলা ভেদি আকাশ অবনী
যেন,—এ সময়ে,—ঘোর রবে বালি বীরে।
শুনি সোদর-কেশরী নাদ বহির্গত
মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট বালি,—আসে যথা
অংশুমালী অস্তাচল হতে পূর্ব্বাচলে।
আরম্ভিলা যুদ্ধ তবে দন্তে ঘোরতর
উভয়ে,—উৎসাহে যথা বুধ শুক্রে স্বর্গে।
অধীর উভয়ে ক্রোধে পরস্পর পরে
প্রহারে কুলীশ মুষ্টি কভূতল, পদে
পরস্পরে। অন্তর্হিত এ সময় রাম—
ধনুর্দ্ধর ধনু ধরি তরু ব্যবধানে,—
দেখিলা সগর্ভ যুগ অশ্বিনীতনয়
যেন অভিন্ন আকার, রূপে, অপ্রভেদ,—
প্রবোধে তৎকালে ; স্বতঃ রহিলা বিরত
ত্যাগে শর-প্রাণ-শেষ কর,—প্রাণ সন্থে।
ইতিমধ্যে পরাজিত সুগ্রীব আহবে,—

রক্ষিলা না রাম বালি সন্নিধানে বুঝি
প্রস্থানিলা ধরাধর ঋষ্যমুক মুখে।
শার্দ্দূল পশ্চাতে ধায় সটাঙ্ক যেমতি
রত তদনুসরণে রোষাবিষ্ট বালি।
জর্জ্জর একান্ত শ্রান্ত প্রহারে সুগ্রীব
প্রবেশে রক্তাক্ত দেহে দুর্গম অরণ্যে।
রক্ষা পেলি আজি তুই,—অতি দুরাশয়
নির্লজ্জ ,নির্ঘৃণ্য, প্রাণে প্রস্থানি এ স্থানে
অধম, পাপিষ্ঠ!— বলি তদ্দর্শনে বালি
প্রত্যাবৃত্ত তথা হতে শঙ্কিয়া মতঙ্গ-
অভিশাপ। উপস্থিত সুগ্রীব সংশয়ে
তবে যথা দাশরথি হনুমান সহ
অনুজ লক্ষ্মণ,—বনে। নিরখি রাঘবে
অতি লজ্জিত সুগ্রীব,—তৎকালে;—কহিলা
ক্ষীণ বাক্যে অধোমুখে মর্ম্মান্তিক দুঃখে;—
রাম! ছলে ভুলালে কি আমায়, ভুলায়
কৌশল-ছলে পালক যেমতি সহজ
বিরোধে আখুটিরত অজ্ঞান শিশুরে,
মারিব মারিব বলি আরে কর তালে,—
প্রবোধে কেবলি তুলি বিস্তারিয়া কর-
যুগ দেখায়ে বিক্রম আত্মীয়েতে,—তুমি
করালে সহ্য অসহ্য অরাতি প্রহার,

আহ্বিতে বলি বালিকে দেখিলে কৌতুক,—
কেমন এ ব্যবহার তব ? বধিব না
বালি, যাব না আমিও এথা হতে কভু,—
বলা ভাল ছিল আগে এ কথা-নিশ্চিত।
কহিলা প্রবোধি তবে রাঘবসুগ্রীবে ;
সখে ! সম্বর অমর্ষ শুন যে কারণে
বিরত ত্যজিতে শর আমি। বালি তুল্য
তুমি দেহ পরিমাণে,—বেশে সম উভে,
গতি, কান্তি, স্বর, দৃষ্টি, বিক্রমে তৎকালে
না পেয়ে প্রভেদ কিছু ত্যজি নাই শর-
ভীষণ প্রাণান্তকর প্রাণান্তে একান্ত
হয়ে মোহিত এ হেন সাদৃশ্য যুগলে
শঙ্কিয়া অত্যন্ত। হল এ সন্দেহ মনে
মম,—হানি হয় পাছে ভুলে,—মূলেই ;—না
জানি বধিলে তোমাকে আমি চলবশে,
অজ্ঞান করিত জ্ঞান বিমূঢ় বালক
আমাকেই লোকে। আরও মহা পাতক !
সংহারে শরণাগত। সখে ! কি অধিক,
আছি তবাশ্রয়ে আমি আশ্রিত অতিথি,—
জ্ঞাতি যেন লোকালয়ে লক্ষ্মণজানকী
সহ সুখে। গতি, মুক্তি, আমাদের
নিত্য তুমিই এ বনে। প্রবর্ত্ত নির্ভয়ে

এবে পুন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে,—দেখিবে মুহূর্ত্তে,—
নিরস্ত সমরে বালি ভূলুণ্ঠিত যেন
ছিন্ন মূল মহীরুহ, মম এক শরে।
ধর অতঃপর হেন চিহ্ন অঙ্গে এবে
চিনিতে পারি তোমায় যাতে,—যুদ্ধ ক্ষেত্রে
হলে অবতীর্ণ তুমি। লক্ষ্মণ! বাঁধিয়া
দেও সুগ্রীবগ্রীবায় বিকসিত সিত
সুদৃশ্য,—লক্ষণ ওই নাগপুষ্পী লতা
ছিড়ি শৈলতট হতে। আনি সে পুষ্পিত
লতা নাগপুষ্পী তবে সুমিত্রা কুমার
বাঁধিলা সুগ্রীব গলে,—শোভিল—সুন্দর
বল্লী প্রভাবে সুগ্রীব, আহা! রঞ্জে যথা
বারিদ বক পংক্তিতে সন্ধ্যারাগ-রাগে।
ইচ্ছিলা কিস্কিন্ধা যেতে—উৎসাহে রাঘব-
বাক্যে পুন তাঁর সহ। চলে গ্রীবা বাঁধি
সর্ব্বাগ্রে সুগ্রীব ব্যগ্র,—অতঃপর রাম
লক্ষ্মণের সহ স্বর্ণ সুচিত্রিত ধনু
সতেজ সমর শক্ত শর করে,—যেন
মৃগয়ার্থী নৃপ মৃগ অন্বেষণে বনে ;—
ঋষ্যমুক হতে তবে বীরেশ বালির
বাহুবল প্রপালিত কিস্কিন্ধা নগরে।
পশ্চাতে পবন পুত্র বীর হনুমান,

নল, নীল, যূথপতি নায়ক, তেজস্বী
তার। দেখিতে লাগিলা সবে গমনেতে
পথে,—বিচিত্র স্বভাব, লয়ে চিত্র যার
সুখী লোকে লোকালয়ে দেখেনা ভুলেএ
মূলে কি ভাবে কাননে;—ফুল্ল ফুলে নত
তরু, কোথাও সুখাদ্য ফলে,— শোভে বহু
বর্ণে নানা জাতি পক্ষী, বৈতালিক স্বরে
গায় গীত কুঞ্জে,—তথা কিছার মিছার
গৃহে গর্ব্ব মানবের। শোভে শৈল চূড়া,
সুদৃশ্য গহ্বর, কোথা চরে বন্য জন্তু
তৃপ্ত জলে, স্থলে।—কোথা বা শোভিত স্বচ্ছ-
নীরা সাগরবাহিনী স্রোত-স্বতী নদী,—
প্রতীর পদার্থে ধরি প্রতিমা নির্ম্মল,—
হ্রদে খেলে ঊর্ম্মি তুলি,—সমীরণ ধীরে
ধীরে নাচায় কাচায় পল্লব মুকুল
ফুল ফল সহ শাখা,—গুঞ্জিত মধুপ
কূল মাতি গন্ধামোদে,—অলঙ্কৃত বন
রত্নে সমাশ্রিত বল্লী। মূর্ত্তি মনোহর
অপূর্ব্ব বিস্ময় কর নিত্য নব দৃশ্য,—
বিশ্বের এছবি দেবি প্রকৃতি সুন্দরি
ভুলায় বিবেকী মন মায়া মোহে,—ছাড়ি,—
কলত্র, সন্তান, কন্যা, স্বজন, বান্ধব

তাই কি সন্ন্যাসী ঋষি বাসে বন বাসে,—
দিতে দেহ প্রাণ তাঁকে যাঁর রুচি ইহা।
কোথা বা ফুল্ল, প্রফুল্ল কমলে শোভিত
সুপ্রশস্ত সরোবর, কোলাহলে কত
হংস, সারস, বঞ্জুল, চক্রবাক্, জল-
বিহঙ্গ, জল কুক্কুট প্রভৃতি প্রান্তরে
কৃশাক্ষ করি আকৃতি, ধূলি ধুসরিত
বন্য মৃগ সুকোমল তৃণাঙ্কুরে চরি
ধায়, বিহারে নির্ভয়ে। ভূধর নিকটে
কিবা গর্ব্বে ভীম রবে,—করি বনাকুল
করী শ্বেত-রদ, শৈল জঙ্গম সদৃশ
ভীষণ দর্শন তট তড়াগ নাশক,—
মত্ত,—করিকর তুলি কভু ঊর্দ্ধ, কভু
অধঃ, কভু সমভাবে। দৃশ্য মনোরম!—
দেখিয়া এসব জলে, নভস্তলে, স্থলে,
চলিলা দ্রুত গতিতে সুগ্রীবানুগত
কপীকুল। জিজ্ঞাসিলা সুগ্রীবে রাঘব
তবে দেখি অরণ্যানী অবিদূরে; সখে!
দেখ, এ গগণ ঘন নব-ঘন সম
বন খণ্ড পরিবৃত কদলী পাদপে
প্রান্তভাগ;—বল এবে কোন বন উহা
শুনিতে বাড়িছে অতি কৌতূহল মম?

কহিতে লাগিলা তবে সুগ্রীব গতিতে
পথে, সখে ! এ বিস্তীর্ণ বনাশ্রম শ্রান্তি
শান্তি কর ;—রম্য পুষ্প যথেষ্ট সুস্বাদু
ফল-মূল আছে অতি উৎকৃষ্ট উদ্যান
এতে,—ব্রত পরায়ণ ছিলা সাত জন
নামে সপ্ত ঋষি—সিদ্ধ। থাকিতা নিয়ত
তাঁরা অধঃ শিরা, শুয়ে জলাশয়—তোয়ে,
বায়ু ভক্ষক ভুজঙ্গ সম ভক্ষি বায়ু
সপ্ত দিনান্তর, অতি দুঃখে। করি তপ
সাত শত বর্ষ গেলা স্বর্গ বাসে সুখে
সশরীরে সে সকল ঋষি শৈল বাসী
তপোবলে। দাবানল দগ্ধ দাব সম
অগম্য রম্য এবন—বৃক্ষাশ্রম এবে
সুরাসুর সুরেশের ও তপস্যা তেজ
প্রভাবে তাঁদের। ভয়ে প্রবেশেনা বন্য
পশু,—পক্ষী অন্য কোন জীব, জন্তু
এতে,—যমালয় জ্ঞানে। প্রবেশে বা যারা
মোহ বশে সুখ আশে পতঙ্গ যেমতি
দীপালোকে দেখি কাল করাল কবলে
গ্রাসিত তখনি তারা। শুনা যায় এথা
কণ্ঠ স্বর গাথা গীত শিঞ্জা সুমধুর,
তুর্যধ্বনি অপ্সরায়—আশয় আশার।

অনুভূত হয় সদা দিব্যগন্ধাগুরু।
জ্বলিছে ত্রিবিধ বহ্নি,—গার্হপত্য আদি
বাসে আসি ব্রহ্মা যেন ত্রিধা রূপে এতে।
দেখ, ওই অরুণাভ কপোত সদৃশ,—
উঠি পাদপাগ্রভাগে ঘন ধূম তার,—
আবরিছে তরু সব বৈদুর্য্য ভূধর
যেন নীরদ আবৃত; কি আশ্চর্য্য! রাম,
প্রণম সৌমিত্রী সহ তুমি, ঋষি সত্ত্ব
শুদ্ধ সে সকলে সুখে;—নমে যাঁরা প্রীতে
বিদূরিত এক কালে তাঁদের বিষাদ
ব্যাধি বিশিষ্ট আশঙ্কা। তবে ধর্ম্মধন
রাম অবতার ধর্ম্মে,—কৃতাঞ্জলিপুটে
করিয়া অভিবাদন সে সপ্ত ঋষিকে,
আশু সিদ্ধকাম আশে,—সৌমিত্রি সহিত
সুগ্রীবাদি কীশ-কুল চলে হৃষ্ট হৃদে।

(গ)

তৃতীয় সর্গ।

উপস্থিত কিষ্কিন্ধায়,—শৈল দুরাক্রম্য
রম্য,—বর্ত্ম বহু দূর এ আশ্রম হতে,—
অতিক্রমি প্রীতি-প্রিয় সম্ভাষণে ; হরি
বালিকে পোষকে তার অর্পিতে সুগ্রীবে।
প্রবেশি সত্বর তবে দুর্গম কানন-
খণ্ডে লুকাইলা সবে তরু ব্যবধানে,
যেন বজ্র-পাণি মেঘে দণ্ডিবারে দুষ্ট।
ক্রোধান্ধ একান্ত দুঃখে সুগ্রীব সুগ্রীব
প্রসারি দৃষ্টি সর্ব্বত্র অরণ্য মাঝারে,
আহ্বিতে লাগিলা বলে মিলি কপিকুল—
বীর ;—বালি বীরবরে রণ হেতু ঘন
যেন গর্জ্জে ঘন রবে সমীর সহায়ে
ভেদি নভ-স্থল-তল,— ঘন ঘোর রবে
বোধিল সে কালে। তবে কহিলা সুগ্রীব—
গতি সুমন্থর, বর্ণ অরুণ-গর্ব্বিত
কেশরী সদৃশ দক্ষ দাশরথি প্রতি
দৃষ্টিপাতে ;—সখা ! দেখ, আগত আমরা
বালিপুর কিষ্কিন্ধায়,—সুশোভিত স্বর্ণ
ধ্বজ, সুবর্ণ-খচিত-কীশ-কুল-যন্ত্র-
পূর্ণ। বীর ! আশ্রুত যে বালী বধে,—অগ্রে,—

তুমি কর তা সফল এবে উপস্থিত
ঋতু যথা করে লতাফলবতীকার্য্যে।
কহিলা বীরেশ রাম সুগ্রীব সম্ভাষে,—
সখে! বাঁধে তব গলে লক্ষ্মণ উপাড়ি
এ সুলক্ষণ পুষ্পিত—লতা নাগ-পুষ্পী,
শোভিছ সুন্দর এতে নভস্থলে তারা-
দল বেষ্টিত অরুণ যেন তুমি এ কাননে।
দেখাও এবে সে শত্রু-রূপী-সহোদর
তব। করিব বিদূর বৈর-ভয় তার—
তোমা হতে আজি আমি এক মাত্র শরে।
লুটিবে বিনষ্ট কষ্টে এ বন-ধূলিতে
পড়িবামাত্র সে মম দৃষ্টি-পাত-পথে।
নিবৃত্তে যদ্যপি বালী প্রাণ-সত্বে,—মম,
নেত্রপথে পড়ি, করো দোষী তদ্দণ্ডেই
নিন্দিও আমাকে তুমি,—দেখিলে নিরস্ত।
দেখ, ভেদি সপ্তাল,—আমি এক শরে
প্রত্যক্ষ তব সমক্ষে বুঝিবে তাতেই
বিগত-প্রাণ-বিশিষ্ট বালি;—অদ্য যুদ্ধে।
কহিনা অসত্য আমি প্রাণ সঙ্কটেও,—
কবনা কদাপি ক্ষোভে ধর্ম্ম লাভ লোভে।
কহিতেছি সত্য আমি পালিব প্রতিজ্ঞা;
অগত্যা কর অন্তর ভয় দ্বিধা তব।

করিব সফল আমি আত্ম পূর্ব্বপণে
নাশি রিষ্টি—বৃষ্টি জলে যথা দেবরাজ
ইন্দ্র করে ফলবতী অঙ্কুরিত ধান্য-
ক্ষেত্র। গর্জ্জ হেন মতে এবে তর্জ্জি তীক্ষ্ণ,
বাহিরায় যাতে বালি—হেম-হার-শোভ ;—
বাহিরিবে অন্তঃপুর হতে নিশ্চয়ই
সে ত্যজি যোষা-সংশ্রব আহ্বানিলে তুমি
তাকে—নির্ভয় বিজয়গর্ব্বীরণপ্রিয়
বালি—বিক্রমে কেশরী কিস্কিন্ধ্যা-কটকে।
দেখ সহে না বীরেরা কভু অপমান-
শক্রকৃত স্ত্রী নিকটে, বিশেষতঃ সে—যে
জানে প্রকৃতই বীর বলি আপনাকে।
গর্জ্জিতে লাগিলা তবে সুগ্রীব সুবর্ণ-
কপিশ কঠোর নাদে ভেদি যেন নভঃ ;
শুনি প্রতিধ্বনি ভয়ে নাদে অহুকুলে।
নিষ্প্রভ গোকুল, ভীত আকুল কুলস্ত্রী—
অপর-পুরুষ-স্পর্শে যেন রাজ দোষে
তবে। প্রস্থান-প্রবৃত্ত রণ-পরাঙ্মুখ
অশ্ব গতি দ্রুতবেগে কুরঙ্গ সঙ্কুল,
বিহঙ্গেরা ক্ষীণ পুণ্য গ্রহ যেন পড়ে
ভূমিতলে। আস্থা, আশা পূর্ণ পণে রাম,
উৎসাহ প্রকাশে তাই—বিপুল বিক্রম

সুগ্রীবের সৌকর্য্যার্থে। গর্জ্জে নিরন্তর
অনিল বেগ ক্ষুভিত সাগর সদৃশ
মেঘ গম্ভীরে সুগ্রীব সহ প্রতিধ্বনি।
শুনিতে পাইলা এথা অন্তঃপুর হতে
অসহিষ্ণু স্বর্ণকান্তি বালি, সোদর্য্যের
গর্জ্জনভীষণ-সর্ব্বজন। গর্ব্ব খর্ব্ব
তাঁর ;—শ্রুত মাত্র সর্ব্ব শরীর কম্পিত—
ক্রোধে,—নিষ্প্রভ তখনি যেন রাহুগ্রস্ত
রবি। বিকট দশন শ্রেণী নেত্র যুগ
তাঁর জ্বলন্ত অঙ্গার যেন আরক্তিম—
শোভিল শোভন যথা শ্রীশূন্য কমল
বিস হ্রদে। দ্বিধা করি বসুন্ধরা যেন
পদভরে বহির্গত বেগে বীর—বালি।
আলিঙ্গিয়া তারা তাঁকে কহিলা তৎকালে
তবে স্নেহাবেশে প্রীতি প্রদর্শন হিত-
বাক্যে,—ভয়—ক্ষোভে। বীর! দূর কর
এবে সমাগত স্রোতোবেগ সম ক্রোধে
উপভুক্ত মাল্য যথা বর্জ্জে যত্নে লোকে
উঠি শয্যা হতে—প্রাতে। করিও সমর
কল্য সুগ্রীবের সহ। নহেক প্রবল
যদিও অপেক্ষাকৃত বিপক্ষ তোমার
যদিও নাই তোমার হীনতা কিছুতে

নিষেধি তথাচ আমি হতে বহির্গত
যুদ্ধে,—সহসা তোমাকে। বীর! শুন, কেন
নিষেধি হেন, আগ্রহে এ বিগ্রহে;— আসি
সুগ্রীব আহ্বিলা অগ্রে আক্রোশে তোমায়—
যুদ্ধার্থে;—হয়ে নিষ্ক্রান্ত কর ক্ষান্ত তুমি
তাকে। প্রস্থানে প্রহারে সেও হয়ে শ্রান্ত
ক্ষত বিক্ষত। নিরস্ত তব বিক্রমে যে,—
পলাইলা একবার হয়ে নিপীড়িত,
করে আহ্বান আসি সে আবার,—আশঙ্কা
এইই আমার। দর্প যেরূপ উহার,
উৎসাহ সমর হেতু,—গর্জ্জনের বৃদ্ধি,
আছে নিগূঢ় কারণ কোন এর। বুঝি
নিঃসহায়ে আসে নাই সুগ্রীব একাকী।
করে না সখ্যতা তার সহ কদাচই
সুগ্রীব সুদক্ষ অতি বুদ্ধিমান,— কার্য্যে;—
পরীক্ষা না লয় যার শক্তির যুক্তির।
শুন বীর! শুনেছি যা পুত্র অঙ্গদের
মুখে পূর্ব্বে, উল্লেখি সে কথা আমি আজ
তব কাছে,ভয় যার হৃদে সদা মম।
অঙ্গদ একদা যায় ভ্রমণে কাননে,
আসি সে কহে আমায় শুনি চরমুখে;
বনবাসী অযোধ্যার রাজপুত্র রাম

সহ অনুজ লক্ষ্মণ—প্রিয় প্রাণাধিক।
ইক্ষ্বাকু কুলজ এঁরা অদ্বিতীয় বীর,
উপস্থিত ঋষ্যমুখে প্রিয়কামনায়
সুগ্রীবের—এবে। নাথ! করিবে সাহায্য
শুনি তব সহোদরে যুদ্ধে সে রামই—
মহাবল পরাক্রান্ত,—যেন সমুত্থিত
সাক্ষাতে প্রলয় বহ্নি,—বিপক্ষ বিনাশে।
বিপন্নের গতি রাম সাধুর আশ্রয়—
শ্রেষ্ঠ। মূর্ত্তিমান যশ এক মাত্র তাঁতে।
পিতৃ-আজ্ঞা-বহ তিনি বিজ্ঞ দিব্য জ্ঞানে
সর্ব্বগুণাধার রূপ সেরূপ স্বরূপ
ধাতুর আকর যথা হিমাদ্রি ভূধর।
তুলনা রহিত তিনি অসীম জগতে।
উচিত—নহে—বিহিত বিরোধ তোমার
সে মহাত্মা সহ এবে। বাঞ্ছিনা বর্দ্ধিতে
রোষ তব, বীর! কিন্তু শুন কিছু মম
বলিবার আরো;—শুভ আকাঙ্ক্ষায় তব।
কর অভিষেক শীঘ্র যৌবরাজ্যে—ভ্রাতা-
সুগ্রীব-অনুজ তব;—কর্ত্তব্য সযত্নে
রক্ষণ পালন করা তাঁকে। নিকটেই
থাকুন বা দূরে তিনি,—বান্ধব তোমার
নিঃসন্দেহ,—পৃথিবীতে দেখিনা কাকেও

আমি আর তার তুল্যবন্ধু তব। করি
দূর বৈর ; আপনার করি তাকে লও
দানে মানে,— শ্রেষ্ঠ তুমি। নহে শ্রেয়ঃ তব
বিপক্ষতা করা তার সহ—সৌভ্রাত্রতা
বিনিময়ে বর্জ্জ কোথা বাম বাহু—হলে
অপবিত্র। রাখ তাঁকে তব পার্শ্বে স্নেহে,
নাই গতি অন্য কিছু সোদর সৌহার্দ্দ
ভিন্ন এবে, নাথ ! চাও যদি তুমি কভু
সাধিতে প্রিয় আমার,—কোন হিতে কভু
হিতকারী বলি তব জেনে থাক যদি
আমাকে, তবে হিতার্থে তব কহি আমি,
রাখ মম কথা হও প্রসন্ন প্রীতিতে।
ত্রিদিব-ঈশ্বর-ইন্দ্র-প্রভাব সে রাম
কর না বিবাদ তাঁর সহ কোন মতে।
আসন্ননিধন বালি,—আসন্ন সময়
নহে সম্মত কিছুতে শুনি হেন বাণী
তাহার এ হিতকর শ্রেয়স্কর—চির।

কহিতে লাগিলা তবে বালি ভর্ৎসি তারা
চন্দ্রাননা, ভীরু ! ভ্রাতা মম বিশেষ সে
শত্রু—গর্জ্জে ভীম রবে ; কি হেতু কেন বা
সব ক্রোধ তার এবে ? প্রস্থানে না রণ-
ভঙ্গে রণ স্থল হতে,—নহে পরাভূত

কভু যে বীর সমস্ত, অপমান মৃত্যু
সমধিক বোধ করে তারা,—তুচ্ছ প্রাণ।
যুদ্ধার্থী সুগ্রীব,—গর্জ্জে, বল কি প্রকারে
সহি আস্ফালন তার। ভীত কি গরুড়
কভু বায়স বিক্রমে। ডরে কি কুঞ্জর
কভু কুরঙ্গের সঙ্গে। অতঃপর প্রিয়ে!
হয়ো না বিষণ্ণ ক্ষুণ্ণ আমা হেতু তুমি
শঙ্কিয়া রাঘবে। কেন বা হবে প্রবৃত্তি
পাপ কর্ম্মে তাঁর;—ধর্ম্মে বিখ্যাত ধার্ম্মিক
রাম চরাচরে;—তিনি কৃতজ্ঞ অভিজ্ঞ।
নিবৃত্ত সঙ্গিনী সহ তুমি তবে,—কেন
আর মম সঙ্গে; প্রাপ্ত পরিচয় আমি
তব প্রীতির ভক্তির যথেষ্টই এবে;—
হয়ো না শঙ্কিত চিত কিছুতেই প্রিয়ে!
করিব সমর সুধু সুগ্রীবের সহ
আমি বধিব না তাকে সত্য করিব গে
দর্প চূর্ণ তার—ছলে। সংকল্প যেরূপ-
তব, ঘটিবে না কোন মতে ব্যতিক্রম
তার। পলাবে সুগ্রীব প্রবল ভষক
যথা বৃকবর কাছে,—হয়ে নিপীড়িত
প্রহারে,—পাদপ, মুষ্টি,—পারিবে না কোন
মতে সহিতে সে দুষ্ট:. দম্ভোলি-সুদৃঢ়

দম্ভ যুদ্ধ যত্ন মম—বলে কি কৌশলে।
দিলে সুযুক্তি আমাকে প্রিয়ে!—দেখালেও
প্রীতি স্নেহ সুপ্রবণে— দিব্য মম এবে
এ সমস্ত রামা সহ নিবৃত্ত সুস্থিরে।
আমি নিশ্চয় কহিছি আসিব এখনি
সুধু করি পরাভূত সুগ্রীবে,—কৌশলে।
আলঙ্গিয়া তবে তারা অমৃতভাষিণী,
ম্লানমুখী উষা যেন,—করে প্রদক্ষিণ
তারানাথে, বিসর্জ্জিয়া মন্দ মন্দ অশ্রু—
হিম বিন্দু। বৈতালিক স্বর যেন করি
উচ্চারণ বিশ্বম্ভর স্বস্ত্যয়ন-মন্ত্র,—
জয়শ্রী-লাভার্থে তাঁর,—সসঙ্গিনী-কুলে,—
গেলা অন্তঃপুরে তারা,—মোহি দুঃখে দেখি
উদিত অরুণ শোক অন্তর আকাশে।
বহির্গত তবে বালি বেগে পুর হতে,—
দণ্ডাঘাতী ভুজঙ্গম নিশ্বাস সঘন—
প্রসারি দৃষ্টি সর্ব্বত্র,—দেখিতে সুগ্রীবে—
রোষ বশে ত্বরা রণে। দেখিলা সম্মুখে
জ্বলন্ত অনল সম সুবর্ণ পিঙ্গল
সুগ্রীব সোদর;—ধরি সংহার শক্রর
মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে সুদৃঢ় বাঁধি কটিতট
ক্রোধে আক্রীড়-প্রাঙ্গণে। তবে বীরবাহু

বালি পরিপরিধান প্রগাঢ় বন্ধনে
উত্তোলি মুষ্টি যুদ্ধার্থে,—ধাইলা তদ্দিকে
রোখে। সুগ্রীবও আসে ওদিকে আক্রোশি
তাঁকে,—তুলি বজ্রমুষ্টি আরক্ত লোচনে—
রুষি মর্ম্মান্তিক ক্রোধে। কহিলা তৎকালে
তাঁকে,—বালি!—দেখ্, চেয়ে সরত্নি-সুদৃঢ়-
ধরি-অঙ্গুলি-সংশ্লিষ্টে,—সংহারিব প্রাণ
তোর আজ মহাবেগে,—এ ভীম প্রহারে।
কহিলা তখনি তবে সুগ্রীব সক্রোধ-
ভরে, এ মুষ্টিতে—আজ, আমিও চূর্ণিয়া
মস্তক তোর এখনি নিক্ষেপিব তোকে
ব্যাদানিত কৃতান্তের করাল কবলে
স্বাদিতে সুচির-সাধে রুচির রসনে।
প্রহারে সুগ্রীবে তবে বালি,—আক্রমিয়া
আশু, ছুটি ভীম বলে। পড়িতে লাগিল
রক্ত সুগ্রীব-শরীরে সলিলপ্রপাত
যেন ধরাধর অঙ্গে। নির্ভয়ে তখনি
তিনি উপাড়ি উদ্ভিদ-শাল—মহাবেগে
নিক্ষেপে বালির পরে—বজ্র যেন শৈলে;
পড়িলা বালি-বিহ্বল প্রহারে পাদপ,—
ভগ্ন গুরুভারাক্রান্ত তরি যথা মগ্ন
অতল সলিল মাঝে—সংসার সাগরে।

উঠিয়া তখনি পুনঃ প্রবৃত্ত সমরে,—
বীরত্ব প্রভাবে জ্বলে আঘাতিলে যথা
নির্ব্বাণ-উন্মুখে অগ্নি দ্বিগুণ তখনি ;
পরাক্রান্ত ভীমবল—বেগে বৈনতেয়
যেন, অধীর উভয়ে—ভীম মূর্ত্তি রণে,—
রণদক্ষ উভয়েই,—তৎপর সংগ্রামে—
রণরন্ধ্র অন্বেষণে,—পরস্পর পর
দর্শিল সেকালে যেন স্বর্গ-শশী-রবি
দোঁহে প্রবৃত্ত তুমুল যুদ্ধে ;—বারম্বার
প্রহারয় পরস্পরে শাখি-শাখাকুলে,—
শিলা-শৈল-তুঙ্গ-শৃঙ্গে, নখ-সুপ্রখর,
মুষ্টি বজ্র কোটি,—তল, জানু, পদ, করে।
বধিল সমরে যেন বৃত্রাসুর ইন্দ্রে।
ক্ষত বিক্ষত শরীর-সিক্ত-রক্ত-ধারে,—
দুজনেই ;—তর্জ্জে মহামেঘ যেন গর্জ্জি
বজ্রনাদে। হীনবল বালি হতে দেখি
সুগ্রীবের,—ইতিমধ্যে পরাস্ত ;—প্রবল
বলে বৃদ্ধি মহাবীর বালির—সমরে,—
সদা রণজয়ী বালি। হত বল-দর্প,
দুঃখে, ক্রোধাবিষ্ট তিনি যার পর নাই—
শত্রু সোদর—বালির প্রতি,—মর্ম্ম শোকে।
প্রবল-বিবাদে যথা হীনবল ছাত্র,—

দণ্ডিতে ইঙ্গিতে দেখে শিক্ষক রক্ষকে,—
দেখাতে লাগিলা রামে হীনতা আপন।
হীনবলে মুহুর্মুহুঃদেখিছে সুগ্রীব,—
দস্যু গ্রস্তে পান্থ যথা দূরস্থ সঙ্গিকে—
দেখে, চতুর্দ্দিকে দুঃখে,—দেখিলা তা রাম-
রাঘব-দয়ালদীনে—ভবের বিপদে—
বুঝিয়া কাতর তাঁকে অত্যন্ত সমরে
লক্ষিলা বালি-বধার্থ ভুজঙ্গ-ভীষণ
শর নির্ঘাত আঘাতে। আকর্ষিলা শর
শরাসনে তবে তিনি পুরিয়া সন্ধান—
কৃতান্ত যেমতি টানে কাল-চক্র বক্রে।
ত্যজিলা শর-সুদীপ্ত-স্বর্ণ-শুভ্র সৃষ্ট—
শত্রুনাশক সধূম-অগ্নি উগারেন
ললাট নয়নে যেন ভগবান—রুদ্র,—
কৃতান্ত সদৃশ রাম—মানব প্রবীর।
প্রস্থানে বিহগকুল মোহিত একান্ত,—
ভীত প্রলয় প্রমোহে যেন ;—রঘুবর-
সুরধনু ঘোর রবে। উন্মুক্ত মাত্র সে
সুদীপ্ত বিশিখ-বজ্র বজ্র-ঘোর রবে
পড়িলা বালি-বিশাল-বক্ষঃস্থলে বলে।
পড়িলা সমরে বালি-মহাবীর আহা !
আহত অজ্ঞান, রাম শর মহাবেগে

সমুত্থিত শক্রধ্বজ অশ্বিনী পূর্ণিমা
দিনে যেন ;—শৈলজাত-পুষ্পিত-অশোক-
তরু ধরাশায়ী মরি ! সিক্ত শোণধারে
কাতর স্বর ক্রমশ কণ্ঠরোধ তাঁর
বাষ্পভরে,—শেষ,—দুঃখ অশেষ অন্তরে।

চতুর্থ সর্গ।

নিস্তব্ধ বন প্রান্তর বিস্ময় বিষাদে
বন্য জীব জন্তু সব শঙ্কিত অন্তর
দেখে এক দৃষ্টে আহা! প্রমুগ্ধা-প্রকৃতি—
প্রতিবাসী সম বহি শোক-শ্বাস বায়ু
নীরব,—কৃতান্ত কার্য্যে,—কাঁদে হাহাকারে—
রণক্ষেত্র-মাতা যেন—কোলে করি মরি!
ক্রীড়ারত প্রিয় পুত্রে কালগ্রস্ত দেখি—
রণপ্রিয় বীর বালি,—গ্রাসিতে নিয়ত
ফেরে যেন কাল হাসি ব্যাদানি বদন।
মলিন কিস্কিন্ধা—যেন নভস্থল শশী
শশাঙ্ক শোভন অস্তে—ছিন্ন তরু সম
বিস্তারিলে বপু বালি—কিস্কিন্ধা-শিখর-
শশী-স্বর্গ-ভূষা-শোভ। সুশোভিত কণ্ঠে—
সুররাজ-ইন্দ্রদত্ত দিব্য হেম হার—
রত্নময় প্রভাবিত অমর প্রভায়
রঞ্জিত নীরদ প্রান্ত যেন সন্ধ্যারাগে।
অবিভুক্ত তবু তার প্রভূত প্রভাবে—
ভূপতি দেহের কান্তি দৃঢ় বীর-প্রাণ—
দুর্দ্ধর্ষ তেজ বিপুল পরাক্রম তাঁর।

বিভুক্ত সে কালে যেন—ভূপতিশ্রী তাঁর
স্থান ত্রয়,—দেহ, হার, মর্ম্মঘাতী শরে।
দৈব সানুকূল সাধ্য—সাধুগতি শ্রেষ্ঠ
লভে কপিকুলমণি অবাধে, অবাদ-
ভূত-বৈরী করে রণে গতির সুগতি,—
শ্রীপতি নির্ম্মুক্ত স্বর্গ সাধন বিশিখে।
রণ ক্ষেত্রে পড়ি বীর,—হায়রে!—যেমতি
নির্ব্বাণ উন্মুখ অগ্নি অধ্বর অঙ্গণে।
ভ্রষ্ট দেবলোক হতে হায়!—পুণ্য ক্ষয়ে
যেন যযাতি নৃপতি!—পাড়িল ভূতলে
রবি—যেন কাল বলে—প্রণয়ের কালে।
দুঃসহ বীরেন্দ্র বালী—দেবেন্দ্র সদৃশ—
সুপ্রশস্ত বক্ষঃস্থল, সমুজ্জ্বল আস্য,
নয়ন হরিত, ভুজ আজানু লম্বিত।
দেখিতে লাগিলা তাঁকে মানব আকার
অমানুষ রূপ রাম লক্ষ্মণের সহ
সসম্ভ্রমে, মৃদুপদে গেলা তাঁর কাছে।
কহিতে লাগিলা তবে বালি—মহাবল—
লক্ষ্মণ সমরদর্পী দাশরথি—দেখি
যথা রাজা দশরথে অন্ধক সন্তান—
সিন্ধু—নিধনসময়ে—হৃদি বেদনায়
অবাদ অদৃষ্ট বধি দেখি সসম্মুখে

ধর্ম্ম ন্যায্য সুসঙ্গত কঠোরার্থ বাক্যে ;—
রাম ! বল কেন তুমি বধিলে আমাকে
হেন অবিচারে,থাকি গুপ্ত,—বনান্তরে ;—
ক্রুদ্ধ আমি অন্যপর যুদ্ধ হেতু রণে
কি লাভ হলো তোমার বিনাশি আমাকে ?
ঘোষে যশ তব,লোক সব ধরাতলে—
বলি সদ্বংশীয় তুমি—সূর্য্যবংশে সূর্য্য-
সম,—তেজস্বী স্বতেজে, মহাবীর বীর-
কুলে,—সদয় পরম, নিষ্ঠ-সত্যব্রত,
উৎসুক, উদ্যমযুক্ত প্রজাকুল হিতে,—
যথা পিতা জন্মদাতা সন্তান পালনে।
নহে অজানিত স্থূল সূক্ষ্ম দোষ গুণ—
নাই পাপ পুণ্য কাল অকাল তোমার—
সর্ব্বজ্ঞ তুমি। আরও, দেখ রাজধর্ম্মে
জিতেন্দ্রিয়তা, বীরতা, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, ক্ষমা,
দোষীর দণ্ডবিধান, নির্দ্দোষে আশ্রয়-
আদি রাজগুণচয়,—তুমি রাজপুত্র,
প্রিয়,—আভিজাত্য অতি উৎকৃষ্ট তোমার
আছে,—এ সমস্ত গুণ জ্ঞানে, রত রণে
সুগ্রীব সহিত আমি, না শুনি নিষেধ
কথা তারার যতনে। জানি কি আগে যে
ছলে ধর্ম্মচারী তুমি,—দগ্ধ করি দেশ

তব, স্বগুণ আগুণে,—শেষ ধরি হেন
বেশ,—এসেছ কাননে ;—জ্বাপিতে দ্বিগুণ
গুণ এ উপকরণে। অদৃষ্ট যখন
তুমি আমার,—অদৃষ্টগুণে জ্ঞানে জানি
মনে তখন এমন,—সুবিজ্ঞ, ধার্ম্মিক
রঘুবর—দয়াময় মারিবে কি কভু,
এ সময় অসময় অন্যায়ে আমাকে,—
অসতর্ক আমি যবে অন্য সহ রণে।
বুঝিলাম কিন্তু এবে ধর্ম্ম কর্ম্ম তব,
অধার্ম্মিক তুমি—অতি অত্যাচার ধর্ম্মে,—
ধর্ম্মেধর্ম্মে নির্ব্বাসিত জনপদ হতে,—
বল্কবাসে বনবাসে স্বপত্নী সহিত—
ভ্রাতা,—সমধর্ম্মী বলি তাই কাযে কাযে
বর্জ্জি ভোগ নিদ্রা সুখ—সংসারের যত,—
দুঃখ ভোগে ভ্রম,—ধরি শিরে শটা,—যেন
পবিত্র তপস্বী ;—কিন্তু কপট কঠোর,—
দুরাত্মা, বঞ্চক যথা ধরি ধর্ম্মব্রত—
আবরণে—তৃণাচ্ছন্ন-কূপসম ভস্ম
মাখি অঙ্গে আছ ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নি ;—
সাধুমূর্ত্তি ধরি ;—কিন্তু অসাধু পাপিষ্ট।
জানিনা আগে যে ধর্ম্ম কপটে সংবৃত
দুষ্ট,—দুরাচার তুমি। করিনা কখন

কোন অনিষ্ট তোমার—গ্রামে বা নগরে,
বনে বা বিজন স্থানে,—আপন প্রাধান্যে,—
অশ্রদ্ধাও কোনরূপ—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
সাক্ষাৎ কি গোপনে,—মনে। ফল মূলাহার,
বনবাসী বন্যপশু,—বানর বংশজ
আমি একান্ত নির্দ্দোষ—আত্মকৃত কার্য্যে,—
নহে দ্বন্দ্ব তব সহ অন্যে ক্রুদ্ধ আমি,—
আত্ম-বৈর নির্যাতনে ;—তবে কি কারণে
কেন বধিলে আমাকে ? দেখি ধর্ম্মচিহ্ন
তব,—অঙ্গে-সুবিখ্যাত-সুদর্শন-ক্ষত্র-
ক্ষীপতি-কুমার তুমি,—বল কোন জ্ঞানী
জন্মি ক্ষত্রকুলে করে ক্রূর আচরণ—
অসংশয়ে হেন,—ধরি ধর্ম্মমূল চিহ্ন।
শুনিছি ধার্ম্মিক, ধীর, সদ্বংশীয় তুমি ;
জানিলাম কিন্তু এবে অসাধু বিশেষ—
অদ্বিতীয় ক্ষিতিতলে। বল ভ্রম কেন
ধরি সাধুবেশ—দিব্য ? সাম দান আদি
নৃপ গুণচয় থাকে নৃপতির,—নৃপ
তুমি,—নৃপজ, কিন্তু কৈ কিছু তার তব।
ভ্রমি বনে ফল মূল ভক্ষণ স্বভাব—
বানর আমরা ; বল বধিলে আমাকে
কেন বিনা দোষে,—তুমি—পুরুষ,—প্রধান ?

বধ হেতু স্বর্ণ, রৌপ্য, ভূমি আদি যত
বস্তু লোভনীয় কিন্তু কিরূপে সম্ভব
লোভ আমাদের খাদ্য সামান্য সম্পত্তি—
বন্য ফল মূলে তব ? অকর্ত্তব্য অতি
স্বেচ্ছাচার ভূপতির ; আবশ্যক যাঁর
অসঙ্কোচ ব্যবহার—বিনয়, নিগ্রহ,
নীতি, অনুগ্রহে সদা ;—সুবিচার মতে।
রাম ! অতি উচ্ছৃঙ্খল, উগ্র কিন্তু তুমি,—
নিতান্ত অব্যবস্থিত, অনুদার রাজ-
কার্য্যে ;—পরম পদার্থ—ধর্ম্মের গৌরব
হত তব সন্নিকটে ; কর অর্থকেও
তুচ্ছ তুমি,—নিরন্তর হতেছ আকৃষ্ট
অত্যন্ত ইন্দ্রিয়ে—হয়ে কামপরতন্ত্র।
বল দেখি কি বলিবে সজ্জনসমাজে—
এবে—বিনাশি আমাকে,—বিনা অপরাধে ?
নরকস্থ নর,—গোঘ্ন, মিত্রঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন,
নাস্তিক, লোকনাশক, চৌর, পরিবেত্তা,
খল, গুরুদারগামী, কদর্য্য, রাজঘ্ন ;—
রাজা আমি কুশাক্ষের, অগত্যা স্পর্শিবে
পাপ অবশ্য তোমায়,—এ বধে আমাকে।
রাম ! নহে ব্যবহার্য্য চর্ম্ম, লোম, অস্থি,
মাংস মম, তব তুল্য ধার্ম্মিকের—কভু—

পঞ্চনখী যদি বল মম পঞ্চ নখে।
পারেন ভক্ষিতে দ্বিজ, ক্ষত্রগণে পাঁচ
জন্তু ;—"শশক, শল্লকী, কূর্ম্ম, গোধা আদি"
গণ্য বলি পঞ্চনখী, পঞ্চ নখ মম
যদি, হয় না তথাচ শাস্ত্র সুসম্মত—
আহারে মাংস আমার—অগত্যা বিফল
ফলে সম্পূর্ণই তব,—বিনাশি আমাকে।
হা! সর্ব্বজ্ঞা সাধ্বী তারা ;—কহিলা আমাকে
হিত সত্য প্রিয় কথা, অবহেলি তাহা
কাল বশবর্ত্তী আমি কাল মোহাবেশে।
অনাথা বসুধা,—যথা কুলবতী সতী
সত্ত্বে বিধর্ম্মী বল্লভ ;—তুমি বিদ্যমানে।
জন্মিল তোমার তুল্য পাপিষ্ঠ কেমনে
পুণ্য রঘুকুল রাজা দশরথ হতে ;—
ধূর্ত্ত, শঠ, ক্ষুদ্র তুমি ? চরিত্র দূষিত
অতি তব, বিবর্জ্জিত সাধুসেব্য ধর্ম্ম
হতে তুমি। হা! বিনষ্ট আমি তোমা সম
হীন মানবের করে,—নিকৃষ্ট নিষাদ-
শরে মরে যথা হরি,—এ খেদ অন্তরে।
রাম! কি বলিবে বল দেখি শিষ্ট, সাধু,
সজ্জন সমক্ষে ?—করি এ ঘৃণ্য, নিন্দিত,
পাপকার্য্য—অনুচিত ? প্রকাশিলে বল,

বিক্রম, কৌশল-ছলে আমার উপর,
ছিনুনা সংস্রবে কোন আমরা তোমার,—
নহি অপকারী তব অপরাধী আমি ;—
দেখি না কিছুই কিন্তু তাদের উপর,
যথার্থই অপকারী,—অপরাধী যারা।
বলিতে কি,—যদি তুমি যুঝিতে সম্মুখে
আমা সহ শূরাচারে,—মম করে তবে
দেখিতে হতো নিশ্চয়, অদ্যই তোমায়,
করাল কালের মুখ,—সুখে—অবিমুখে।
আক্রম আমারে,—জোরে,—অতি সুকঠিন ;
নাশিলে অন্যায়ে কিন্তু, ভুজঙ্গ যেমতি
দংশে অজ্ঞান সুষুপ্তে—সহজে—অদৃশ্যে ;—
অগত্যা অর্শিছে পাপ অবশ্য তোমায়
এ কদর্য্য ঘৃণ্য কার্য্যে। বধেছ আমাকে
তুমি সাধিতে সুগ্রীব প্রিয়কার্য্য ;—সীতা-
উদ্ধার উপায় যদি সুধিতে আমায়—
আগে,—পারিতাম এনে দিতে তবে তাঁকে—
দিনেকেই। পারিতাম আমি সমর্পিতে
করে তোমার,—সে জায়া অপহারী দুষ্ট,
দুরাত্মা রক্ষ-রাবণে জীয়ন্তে বাঁধিয়া
গলে—বলে। পারিতাম আনিতে ভূসুতা,
অন্তর ধরার কথা,—আকাশ অথবা

গম্ভীর সাগর গর্ভ বা পাতাল তল
হতে,—তোমারি আদেশে ;—আনিলা অন্বেষি
শ্বেতাশ্বতরী স্বরূপা শ্রুতিকে যেমতি
হয়গ্রীব। ন্যায্যকার্য্য সুগ্রীবের রাজ্য
অধিকার,—প্রাপ্তে মম পরলোক ;—কিন্তু
বধিলে আমাকে তুমি প্রচ্ছন্নে,—অধর্ম্মে—
নিতান্ত অন্যায় তব। দেখ, নহি ক্ষুব্ধ
আমি কিছু মাত্র মনে,—মরণের—বশ
হয় যবে জীব সবে, কিন্তু কি যে ফল-
লাভ তোমার—এক্ষণে—বধিয়া আমাকে,—
প্রকৃত উত্তর তার স্থির কর তুমি।

নীরব বীরেশ বালি ; হায়রে !—যেমতি
শরতে—নীরদ,—দুঃখে বিশিখ আঘাতে,—
বিশুষ্ক সর্ব্বাঙ্গ মরি ! নিরখি রাঘবে,—
তীক্ষ্ণ তেজরাশি যেন—তমোঘ্ন অরুণ।

নিস্তব্ধ মুমূর্ষু দশা ক্লিষ্ট অন্তর্ক্লেশে,—
বীরাংশনে পড়ি বীর বীরবাহু-বালি ;—
বারি বিরহিত অভ্র যেন প্রভাহীন—
রবি,—নির্ব্বাণ অনল সম শেষ কালে।

কহিতে লাগিলা রাম হয়ে তিরস্কৃত,—
ধর্ম্ম-অর্থ-পূর্ণ হেন নম্র শ্রেয়স্কর—
কঠোর বচনে ;—বালি !—করিতেছ কুৎসা

মম এবে কেন তুমি বালকত্ব হেতু,—
না জানি ধর্ম্মার্থ-কাম-লৌকিক আচার ;—
আশ্রম ধর্ম্মানুগত সত্যব্রহ্মবর্ত্ম।
ভৎর্সিতে সাহসী তুমি অনর্থ আমাকে,—
না শিখিয়া কিছু নীত, আত্মহিত হেতু
কুল-উপদেষ্টা, শিষ্ট, প্রবীণ নিকটে।
দেখ, এনগ-কানন-পূর্ণ-ভূমি ভাগ,
অধিকৃত ক্ষত্রক্ষীশ ইক্ষ্বাকু কুলের ;—
রাজধর্ম্মে দণ্ডে—দুষ্টে, পুরস্কারে শিষ্টে,—
তাঁরাই ইহার মৃগ খগ নর কুলে।
কুলধর্ম্ম নীতি মতে নীত রক্ষাভার,—
এবে এ ভূমির রাজা ভরত সুভগ,
সত্যশীল, জিতেন্দ্রিয়,—পবিত্র প্রকৃতি।
সুরীতি-নীতি-নিপুণ,—বিনম্র বিনয়ী
সুদক্ষ,—শিষ্ট পালনে, দুষ্টের দমনে।
জ্ঞাত দেশ কাল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তথ্য
রাজা এবে বসুধার সে সাধু প্রবীর।
ভ্রমি অন্য ভূপকুলে আমরা সতত,—
ধর্ম্ম বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষায়—অনুজ্ঞায় তাঁর,—
এ নিখিল ভূমিতলে। করিবে কে তবে
ধর্ম্ম বিপ্লব নির্ভয়ে,—পালেন পৃথিবী
যবে সে ধর্ম্মবৎসল—রাজা রাজ্যেশ্বর।

করিব নিগ্রহ এবে—নৃপতি নিয়োগে,—
ধর্ম্মচ্যুত দুরাচারে অনুরূপ দণ্ডে ;—
স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ আমরা কুলধর্ম্ম—ধর্ম্মে।
বিধর্ম্মী, কামপ্রধান, দুরাশয় তুমি,—
নিতান্ত চরিত্র অতি দূষিত তোমার,—
কাজেই রাজধর্ম্মের বিদ্রোহ তোমাতে।
জনক, শিক্ষক, জ্যেষ্ঠ, সহোদর—পিতা ;
সন্তান, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শিষ্য-গুণী—পুত্র ;—
ধর্ম্মমূল ব্যবস্থাতে—প্রবাদে পণ্ডিত।
নিতান্ত দুর্জ্জেয়,—সূক্ষ্ম, শুদ্ধ, সাধু ধর্ম্ম ;—
অজ্ঞান অলস যায় অন্যায় বিচারে,—
কিন্তু জানে পরমাত্মা—পরব্রহ্ম অংশ,
শুভাশুভ সব থাকি অন্তর আধারে।
অস্থির তুমি নিজেই,—অধম অজ্ঞান
কপিসহচর তব,—বুঝিবে কেমনে
বল ধর্ম্মের মরম ? অক্ষম জন্মান্ধ
যথা চালাতে জন্মান্ধ,—যন্ত্রণার ভোগ
বিধিমতে,—মন্ত্রণায় সে সবার সহ।
নিন্দিলা কেবল মোরে ক্রোধভরে তুমি,—
অবোধ বালক সম আত্ম বোধ মতে,—
শুন এবে যে কারণে বধেছি তোমাকে।
হরেছ সবলে তুমি ভ্রাতৃজায়া—রুমা—

পুত্রবধু তব শাস্ত্রমতে, এঁর ভার্য্যা ;
জীবিত এ ভ্রাতা তব মহাত্মা সুগ্রীব।
দিলাম তোমায় তাই দণ্ড, স্বেচ্ছাচারী
তুমি,—দুষ্ট—ধর্ম্মভ্রষ্ট। দেখিনা নিগ্রহ
অন্য নিধন ব্যতীত,—নৃপতি বিচারে,—
অতীত লোকমর্য্যাদা যিনি লোকনিন্দ্য,
নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ, নীচ, বিরুদ্ধ আচারী ;
করিব কেমনে বল উপেক্ষা তোমায়,—
পাপে ; জনমি ক্ষত্রিয় সাধুবংশে ক্ষীশ।
বিহিত তৎপ্রতি শেষ-শাসন—সংহার,
আসক্ত যে সহোদরা, ঔরসী সন্ততি,
কিম্বা অনুজ-পত্নীতে—প্রদ্যুম্ন প্রভাবে।
অবনীর অধীশ্বর ভরত পবিত্র,
এবে,—অধিকৃত মোরা তাঁর,—রাজ্যরক্ষা-
ভারে,—করিব কেমনে উপেক্ষা তোমাকে ;
ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট,—স্বেচ্ছাচারী তুমি।
প্রবৃত্ত ভরত রাজ্য পালনে ধর্ম্মতঃ—
নিগ্রহে বিধিবিধানে সে ধীর ধীমান্,—
অধর্ম্মী যে ঘোরতর—পাপের আশ্রয়ে।
দণ্ডিতে উদ্যত তিনি কামপরায়ণে ;—
দণ্ডিতেছি তাই তাঁর আদেশে আমরা
তোমাসম অধার্ম্মিক, দুষ্ট, ভ্রষ্টগণে।

অনুজ লক্ষ্মণে যথা সুগ্রীবের সহ
সৌহার্দ্দ বদ্ধ আমার—আশ্রুত সুগ্রীব
সাধিতে কার্য্য আমার,—রাজত্ব স্ত্রীলাভে—
স্বীকৃত আমিও,—তাঁর সঙ্কল্প সাধনে—
প্রাণপণে কপিকুল সমক্ষে সোৎসাহে।
কেমনে করিবে এবে প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা
অধর্ম্মে—মাদৃশ জনে। কীশকুলেশ্বর!—
নিশ্চয় বুঝিও তুমি বধেছি তোমায়
এসব ধর্ম্মানুগত প্রধান কারণে,—
সমুচিত বিধিমত—নৃপতি-নিগ্রহে।
নহে অধর্ম্ম, তোমাকে নিগ্রহ স্বধর্ম্ম;
দেখ, সখা উপকার উচিত,—অবশ্য
ধার্ম্মিকের, মিত্রতার ধর্ম্ম জানে যাঁরা।
আরও, রাখিতে যদি ধর্ম্ম অনুরোধ,
হইতে স্বতঃ প্রবৃত্ত ভুগিতে এ দণ্ড,
বিধির বিধান ভয়ে—পরকালদায়ে।
শাসিলামও আমি—সে সুবিধি বিধানে,
পুণ্যাত্মা প্রধানগণ আস্থে যায় যত্নে,
কহেন মহর্ষি মনু স্বভাব শোধক
ছুটী শ্লোকে;—বীতপাপ হয় লোক পাপ-
আচরণে, পুণ্যশীল সাধুসম যায়
অনায়াসে স্বর্গে,—সুখে, ভূপতি নিগ্রহে।

পাপস্পর্শে কিন্তু নৃপে,—মুক্তি দিলে, দণ্ড-
পরিবর্ত্তে—পাতকীকে। কপিকুলপতি!—
দণ্ডে বিলক্ষণ,—পূর্ব্বপুরুষ আমার
আর্য্য মান্ধাতা নৃপতি;—তোমা সম পাপ
অনুষ্ঠানে দেখি এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিকে,—
শাসে সমুচিত অন্য অন্য নৃপালেও
অসাধু শোধনে—রাজনীতি রীতিমত।
আছে অন্য বিধি—ভিন্ন ভূপতির দণ্ড—
পাপীর পাপ নিষ্পাপে,—গ্রাহ্য প্রায়শ্চিত্ত
প্রমা। কর না সন্তাপ আর এবে তুমি,—
বধেছি তোমায় আমি ধর্ম্ম অনুরোধে;—
আত্ম অনায়ত্ত মোরা—ধর্ম্ম পরতন্ত্র।

বীর! আরও আমার আছে বলিবার
কিছু;—শুন, বিনা ক্রোধে;—করিনা সন্তাপ-
শোক, নহি ক্ষুব্ধ-চিত কিছুমাত্র আমি—
প্রচ্ছন্নে বধি তোমায়। ধরে নরে মৃগ,—
বাগুরা পাশ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে,—
দৃশ্য, বা অদৃশ্যভাবে,—ছলে, বলে বনে।
নির্দ্দোষ মৃগ নিধনে মাংসাশী মানব;—
নিশ্চিন্ত বিশ্বাস মোহে, ভীত, বা ধাবিত,
সতর্কে, বা অসতর্কে, ব্যাপৃত বিবাদে,—
শত্রু সহ মৃগ—স্বার্থে। মৃগব্যে অরণ্যে

দেখ ধর্ম্মিষ্ঠ নৃপালে বধেছি তোমাকে—
আমি তাই মৃগ বলি,—শাখামৃগ তুমি—
বানর, বিপক্ষে-রত, বা বিরত যুদ্ধে।
বীর ! রক্ষা করে রাজা ধর্ম্ম সুদুর্লভ,—
শুভ সাধনে প্রজার,—প্রাণও আয়ত্ত।
ভ্রমে ভূমে নরাকারে দেব নরদেব,—
অনুচিত ঈর্ষা, কুৎসা, মন্দ বলা তাঁকে,—
অবমানে। দোষ শুধু ক্রোধ-ভরে বৃথা
আমায়,—না জানি,—ধর্ম্ম মর্ম্ম,—পালিলাম
আমি আত্মকুলধর্ম্ম স্বকার্য্য-স্বধর্ম্মে।
লভিলা দিব্য সম্বিত আসন্নে আগত,—
প্রবাদে যথা প্রবুদ্ধ—তবে বালিবীর,—
ব্যথিত অতি অন্তরে—ভাবি ভূত কার্য্য ;—
ভাবিলা নির্দ্দোষ অতি রাঘব-সন্ন্যাসী।
কহিতে লাগিলা তবে বালি—কৃতাঞ্জলী-
পুটে, রণরঙ্গে ;—রাম ! প্রমাণ্য বচন
তব বিধি যুক্তি যুক্ত,—উত্তর কি দিব
এর,—উত্তম সবার তুমি, মন্দমতি
আমি অজ্ঞান,—অধম। যাহোক নির্দ্দোষ
আমি প্রয়োগে অপ্রিয় অসঙ্গত কথা
যত—প্রমাদবশতঃ। কেন না পরীক্ষা—
সিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব তব, অনুরক্ত তুমি

শুভ সাধনে প্রজার, প্রসন্ন প্রবোধ
তব, কলুষ প্রমাণে শাস্তি সুবিধানে।
বিনেয় বিমূঢ় কিন্তু আমি অধার্ম্মিক—
অগ্রগণ্য। রক্ষ মোরে এবে উপদেশে—
ধর্ম্ম সঙ্গত,—ধর্ম্মজ্ঞ তুমি দয়াময়!
রোধিল কণ্ঠ তখনি বাষ্পভার ভরে,—
কাতরস্বর বালির আহা! মগ্নপঙ্কে
করি যেন মৃত কল্পে, কহিতে লাগিলা
ক্ষীণ-কণ্ঠে যেন দীন নিরখি রাঘবে;—
রাম! নহি দুঃখী আমি আমার আয়াসে,
শোকাকুল তারা শোকে, সন্তাপিত মিত্রে,
ব্যথিছে মরম ভেদি তরুকীট সম
পশি হৃদে এবে সুধু দুর্বিসহ চিন্তা,—
স্বর্ণাঙ্গদ শোভ পুত্র—অঙ্গদ উদ্দেশে।
পালিয়াছি আমি তাকে যত্নে বাল্যাবধি,
শুখাবে সে এবে মম অদর্শনে—দীনে,—
জলাশয় যথা বিনা নীরদ—নিদাঘে।
রক্ষ তুমি এবে পুত্র একক আমার—
অত্যন্ত প্রিয়-অঙ্গদে,—অদ্যাপি অপ্রাপ্ত-
বুদ্ধিপরিণতিগতি,—বালক বশতঃ।
থাকে যেন সুমতি সে অঙ্গদ সুগ্রীবে,
রক্ষক তাদের কার্য্যে—তুমি,—নিবারক

হলে অকার্য্য-উদ্যমে। ভাবিবে যেমন
ভাব ভরত লক্ষ্মণে। দোষী তপস্বিনী—
তারা সুগ্রীবের কাছে,—আমা হেতু,—যেন
করেনা অবমাননা সুগ্রীব তাঁহাকে।
তুচ্ছ রাজ্য অধিকার,—তোমার প্রসাদে—
লভে সে স্বর্গ—সম্পদ,—যে তব অধীন।
কি আর অধিক,—রাম! জল্পনা-যতনে,—
রত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আমি সুগ্রীবের সহ
তারার বারণে,—তুচ্ছ করি প্রাণপণে;—
বাঞ্ছি মৃত্যু তব করে—অনায়াসে মোক্ষ।
নিরবিলা এই বলি সে সময়ে বালি।
কহিলা তবে বালিকে আশ্বাসি রাঘব,
সজ্জন—সাধু সম্মত প্রমাণ প্রয়োগে—
উচ্ছেদিতে দ্বিধা-পাপ বিজ্ঞান আগুণে।
দেখ, —বুঝিওনা তুমি পাপী—আপনাকে,
দোষী আমাদিগে এবে। শুন স্থির মনে,
যাহা কহি আমি ধর্ম্ম-মর্ম্ম আলোচনে,—
নিরবসন্ন দণ্ডক, দণ্ডিত উভয়,—
কার্য্যকারণের গুণে সুসিদ্ধ-সংকল্পে।
বিগত কলুষ তুমি—এ শাস্তি সম্পর্কে
লোভেছ প্রকৃতি,—আত্ম ধর্ম্মঅনুগত—
দণ্ড শাস্ত্র বিধিমত,—সিদ্ধান্ত উদ্বোধে।

ভুঞ্জিতে হয় নিশ্চিত কৃতকর্ম্মফল ;
অন্তর অন্যের কথা,—ভোগে মহতেও।
দূর কর অতঃপর শোকে, মোহে তুমি,
করিবে না অনাদর সুগ্রীব কদাপি,—
পালিত হবে অঙ্গদ মম যত্ন স্নেহে—
হতেছে সতত যথা তব সন্নিধানে।
শুনি এ ভারতী-মধু—সমর-শমন-
জীষ্ণু রাঘবের তবে ;—কহিলা কাতর বালি,—
যুক্তিযুক্ত বাক্যে ;—ক্ষম দয়াময় !—
দীন প্রসঙ্গে তোমায়,—বলেছি যা হত-
জ্ঞানে—অজানত আমি—বিশিখ-ব্যথিত।
বিমোহিত বালি আহা ! রাম-শর-বজ্রে—
বজ্রাঘাতী যেন মরি ! ছিন্ন ভিন্ন দেহ—
পাদপ প্রস্তরাঘাতে অত্যন্ত কাতর।

পঞ্চম সর্গ।

শুনিলা এখানে তারা;—অন্তর-আকাশ-
শোভা—'হায়! তারানাথ আহত আহবে;—
অরি-রঘুকুল-বীর-রাম-ক্রুর-শরে।"
দারুণ,—এ কুসংবাদ কথা—চলে আগে
কেমনে কে জানে!—পুরি দশদিশ হায়!
উঠিল উথলি শোক,—অনিবার্য্য-স্রোতঃ—
প্রলয়ে সাগর সম প্লবমান—বেগে,—
হতাশ-বাতাশ বহি আকুল অন্তর;—
নিষ্ক্রান্তা কিষ্কিন্ধ্যা হতে অঙ্গদ সংহতি
তারা—ধাবিতা উন্মত্তা যেন মর্ম্মাঘাতে—
হৃতমণি অন্বেষণে অধৈর্য্য ফণিনী!
ঝরে ঝর ঝর অশ্রু উচ্ছলিত বেগে—
সলিল-প্রপাত যেন শৈল শিরে ক্ষরে,
ঘনশ্বাস ঊর্দ্ধশ্বাসে নাদে—আর্ত্তনাদে।
হায়!—যায় যথা মৃগী—মৃগনেত্রা তারা,—

শুনি হরিহতমৃগ— শাখামৃগ বালি
নরকুলমণি রাম নরসিংহ বনে—
রণস্থলে। পলায়নপর কপিশূর-
কুল অঙ্গদের সঙ্গী এসময় ভয়-
বেগে—চকিত-অন্তরে নিরখিয়া রাম-
ধনুর্দ্ধর,—দেখিলা সে সবে পথে তারা—
হরিণী হত-হরিণ দর্শন ব্যাকুলা,—
ধায় কপিযুথ যথা যূথভ্রষ্ট মৃগ-
কুল—ছিন্ন ভিন্ন, নাশে যূথপতি—বালি।
দুঃখিত ভূপতি বধে—গুপ্তে,—অবিচারে,—
ভীত অতি ভয় মোহে সংশয়ি প্রত্যেকে—
পাছে পাছে আসে যেন রাম-শর-বজ্র।
জিজ্ঞাসিলা তবে তারা অতি সকাতরে
সে সবারে,—কপিগণ! কেন পলায়িছ
আজি ত্যজি বীরবাহু-মহারাজা—বালি,—
সমর প্রাঙ্গণে একা—হেন—দুর্দ্দশায়—
দুঃখিত, ভীত, মোহিত, চকিত অন্তরে;—
গিয়া থাক তোমরা যে আগে আগে তাঁর।
শুনি রাজ্য লাভ-লোভে লোভিলা আশ্রয়
সন্ন্যাসী রাঘব পদে দুর্ম্মতি-সুগ্রীব,
বধিলা বালিকে রাম তার অনুরোধে,—
অন্যায়ে অন্তর হতে নিক্ষেপি বিশিখ—

বজ্র—মহাবেগে ; রাম দূরস্থ ! তোমরা
তবে কেন এত ভীত ? উত্তরিলা তবে
সব কপি কামরূপী একবাক্যে,—চল
ফিরিয়া জীবিত পুত্রে !—রক্ষা কর পুত্র-
অঙ্গদে—বাঁচাতে সাধ থাকে যদি মনে,
চল পুনঃ ফিরে ঘরে যেওনা সেথায় ;—
জীব-সংহারক-মূর্ত্তি-ভীম-যম—ধরি
রাম-রূপ-মনোহর, লয়ে চলেছে সে
বালিকে বধিয়া বাণে। বিঁধিছে অন্তরে
হতে বৃক্ষ সুবিশাল,—শিলা সমস্ত সে
রাম-শর-বজ্রে,—হত বজ্রাহত সম
বালি সুরেন্দ্রপ্রভাব,—বিনাশিত দেখি
প্রস্থানে কুশাক্ষ-সৈন্য শোকে, অভিভূত-
ভয়ে। হউন সযত্ন বীরবৃন্দ এবে—
কিষ্কিন্ধ্যা রক্ষার্থ ;—কর অভিষেক রাজ্যে
অঙ্গদ—বালি-আত্মজ,—রাজা হলে হবে
অনুগত সবে তাঁর। কিন্তু রাজরাণী !
বোধ হয় আমাদের অরাজক মোরা,—
হয় না উচিত আর বাস এ নিবাসে—
ক্লেশে। প্রবেশিবে এবে শীঘ্র তব দুর্গে
মহাবল কপিগণ হনুমান আদি—
সস্ত্রীক স্ত্রীহীন সবে ;—আসিবে সকলে—

করেছি বঞ্চনা পূর্ব্বে যাদের আমরা ;
অত্যন্ত লুব্ধ উহারা এবে সে সকলে—
হয় ভয় সম্ভাবনা সবিশেষ মনে।
কহিতে লাগিলা তারা শুনি সে বচন,—
অনুরূপ প্রতিবাক্যে, কি কাজ রাজত্ব,
রাজসিংহাসন, জ্ঞাতি, আত্মীয়, বান্ধব,
কিহবে সন্তানে—আর আমার এক্ষণে,—
কিবা প্রয়োজন প্রাণ,—সুখ-ভোগাকাঙ্ক্ষী ;—
অপ্রমেয় দাতা স্বামী হৃদয়ের মণি
ত্যজিছে যে তনু বালি—মহাত্মা—বীরেশ।
আশ্রিব চরণ তাঁর,(নারীর পরম
গতি পতি) যিনি হত দাশরথি-শরে,—
পতিত বনপ্রান্তরে। বলি এবচন
তারা—ধাবমানা খেদে কাঁদিতে কাঁদিতে—
একান্ত অধীরা শ্রান্তা—শোক-দুঃখ-ভরে—
কাতরে করি করাঘাৎ শিরে—বক্ষঃস্থলে।
আহা ! পতিতাশ্রু ধারা অবিরল বর্ষে—
ঘন যেন বর্ষাকালে ঘননাদে পুরি
ধরাতল—আর্ত্তনাদে। দেখিলা অন্তরে
তারা সন্তপ্তঅন্তরে,—বীর বীরাংসনে
হায়রে !—যেমতি ঝড়ে পড়ি শৈল হতে
পুষ্পিত অশোক তরু,—লুঠে বনস্থলে।

হায় ! প্রদোষ-রঞ্জিত-রাগ-সুলোহিত
ঘনখণ্ড যেন—খসি বজ্রধর-বজ্র
আঘাতে—আকাশ হতে অরণ্য প্রান্তরে,—
রক্ত সিক্ত দেহ বালি—পড়ি রণস্থলে।

নিস্তব্ধ মুমূর্ষু দশা কিস্কিন্ধ্যাশশাঙ্ক—
নিষ্প্রভ করি গ্রাসিল কে সে শক্রবেশী
রাহু-আঁধারি কিস্কিন্ধ্যা কন্দর-সৌন্দর্য্য—
আমার ? অপরাঙ্মুখ যোধী যিনি—রণে—
কপিকুল-কাল, করে নিক্ষেপ পর্ব্বত,
শিলা সুবৃহৎ, প্রকাণ্ড পাদপ—শাখাদি
বর্ষে অবিরল যিনি—অধৈর্য্য বিপক্ষ
নাশে,—কাঁপে ধরাধর পদভরে যাঁর,—
দুষ্কর-কর-প্রহার, মুষ্টি বজ্র-সম,—
গর্জ্জন ভীষণ যাঁর—মহা মেঘ তুল্য—
সুগভীর,—রণস্থলে প্রবেশে অক্লেশে—
মহাবায়ু সম যিনি,—সুরেশ-সদৃশ
মহাবল পরাক্রান্ত, বিষম ভীষণ,—
সর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘোর সিংহনাদ যাঁর,
ভূতলশায়ী সে বীর,—কঞ্চিত জীবন-
আশা অন্য বীরে হায় ! মাংসলুব্ধ-ব্যাঘ্র
হতে হত যেন হরি, কি আশ্চর্য্য ! যেন
প্রশান্ত হয়েছে ঘন বর্ষি জলধারা,

ভুজঙ্গ-ভক্ষার্থ যেন বিনতা-নন্দন—
বিহগ-রাজ গরুড়—মঙ্খিলা বল্মীক—
বেদি পতাকা শোভিত—চতুষ্পথবর্ত্তী।
অদূরে দাঁড়ায়ে রাম—মূর্ত্তি মনোরম—
ধরাভারহারী-হরি অর্পি দেহভার—
প্রকাণ্ড কোদণ্ডে ; কাছে স্থগ্রীব সৌমিত্রী।
কটাক্ষে তাঁদিকে তারা করি অতিক্রম,—
হৃতধন দেখি অগ্রে যথা ব্যগ্র ধনী ;—
ত্বরিত গতিতে গেলা বালি সন্নিহিত।
ধরাতলশায়ী—আহা ! অনাথ-বল্লভ,—
সতীর যথাসর্ব্বস্ব সম্পত্তি বিশেষ,—
নিরাশ্রয়া সতীলতা যথা বায়ুবেগে—
নিরখি পড়ে ভূতলে শোক মোহাবেগে ;—
মূর্চ্ছাগতা তারা। পুনঃ নিদ্রোত্থিত সম
উঠি আর্য্যপুত্র বলি,—কাঁদিতে লাগিলা
দেখি কৃতান্ত ক্রোড়স্থ পতি,—প্রিয় সতী।
ব্যথি মর্ম্মবেদনায় লুটে বনস্থলে,—
যেন গ্রহণে গ্রাসিত তারানাথ সহ
গগণ-স্খলিত-ম্লানা-হীন-প্রভা-তারা।
বিষন্ন বিষাদ-বিষে সহজ বিনাশে,
বিজয়-বিলাস-সুখ-বাঞ্ছিত-স্থগ্রীব,—
দেখি পিতৃহীন-দীন-আসীন-অঙ্গদ,

রোরুদ্যমানা তারাকে কুররী সদৃশ।
বিলাপে কাতরে তারা—তারানাথ-মুখী,—
দেখি নিপতিত বীর-করী—শৈলাকার
বালি রসা পরে—ছিন্ন-মূল-তরু যেন,
হত নিক্ষিপ্ত রাঘব শরে—প্রাণ শেষ
কর ;—শোকার্ত্ত হৃদয়ে,—অতি দুঃখ-ক্ষোভে—
বনশোভা-বল্লী যেন—আলিঙ্গিয়া তাঁকে।—
ভীম পরাক্রম বীর !—কেন করিছ না
বাক্যালাপ তুমি আজি—এ পাপিনী সহ ?
নাথ ! শোভে কি কখন বিমল শয়ন-
শায়ী—শয়ন ভূতলে ?—মহীপাল তুমি,—
উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় শোবে চল, সদা—
প্রস্তুত তোমার যোগ্য—উপভোগ্য শয্যা !
বুঝি তুমি ভাল বাস বড় বসুমতী—
সতীনীরে আমাপেক্ষা অধিক সস্নেহে ;—
কেন না ছাড়ি আমায় দেহান্তেও এঁকে
আলিঙ্গিছ গাঢ় স্নেহে—যেন প্রীতমনে ?
নাথ ! নির্ম্মায়ে থাকিবে বুঝি সুরপুরে
পুরী কিস্কিন্ধ্যা সদৃশ রমণীয়—তুমি
নিশ্চয় আজি—প্রবর্ত্তে ধর্ম্ম-যুদ্ধ-দ্বন্দ্বে ;—
নতুবা ত্যজিলা এর মমতা কেমনে,—
রেখে ছিলে অতি যত্নে প্রাণপণে যারে।

হল কি সমতা এবে এ বন বিহার ?—
কত যে করিতে প্রীতে আমাদিকে লয়ে,—
ভোগসুখপ্রিয় তুমি,—বিপিনবিহারী—
মধুগন্ধি ! নিরানন্দ, নিরাশ কেবলি
আমি আজি,—তবাভাবে—ক্ষোভে,—বলিব কি
যবে হলনা শতধা বিদীর্ণ হৃদয়
মম,—শোক-দুঃখ-তাপে হয়ে সন্তাপিত,—
রসহীনক্ষেত্র সম,—নিরখি তোমায়
আশাশূন্য হইলোকে—পরলোক গামী,—
ধরাশায়ী ! নিতান্তই সুকঠিন প্রাণ
মম—প্রস্তর নির্ম্মিত—নিঃসন্দেহ—অতি
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর,—তাই রয়েছে এখন।
ঘটিল কি এ সে কার্য্য-পরিণাম এবে,
প্রত্যাখ্যানিছ সুগ্রীবে,—হরি নারী তার।
উপেক্ষ অগ্রাহ্যে নাথ !—বুদ্ধি মোহে মোহি,—
কহিলাম যাহা শুভ সংকল্পেতে আমি—
চির হিতৈষিণী তব,—শুভ আকাঙ্ক্ষিণী।
নাথ ! উন্মাতিবে আজি বুঝি রসালাপে—
রসময় তুমি, রূপ-যৌবন-গর্ব্বিত—
সুচতুর—অপ্সরার মন সুরপুরে—
সুখে,—নিরুত্তর মোরে তাই—ভুলি মর্ত্ত—
মায়া। অন্য অনায়ত্ত তুমি, তাই কাল—

সংহারক মূর্ত্তি,—মর্ত্ত মন-মোহ বেশে
স্বচক্রাকর্ষণে—এবে সংহারে তোমারে,
আনিয়া সবলে—শত্রু-সুগ্রীব নিকটে।
নতুবা সম্ভব কিসে কাল তব—রণে—
কাল তুমি। দেখ দেখি,—প্রবৃত্ত সমরে
তুমি অন্য সহ,—স্বীয় বৈর নির্য্যাতনে,—
বিনাশিলা রাম কিন্তু তোমায় নির্দ্দোষে,—
এ গর্হিত আচরণে কিছু ক্ষুব্ধ নন
তিনি,—ন্যায় বান, জ্ঞানী ;—নিতান্ত অন্যায়
তাঁর। পাই নাই কভু শোক, তাপ, ক্লেশ
পূর্ব্বে, বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য হবে এবে,
যেমনি অনাথা, দীনা, হীনা, কৃপাপাত্রী।
অতি সুখী এ কুমার—অঙ্গদ আমার,
লালিত পালিত অতি যত্নে ;—জানি না কি
অবস্থায় রবে এবে ক্রোধান্ধ পিতৃব্য—
কাছে। অঙ্গদ ! দেখিয়া লও আত্মসাধে
ধর্ম্মাত্মা পিতায় তব,—ভাগ্যে আর কভু
দেখা ঘটিবেনা এঁর,—ভাগ্যহীন তুমি ;—
এবে হলে পিতৃহীন। প্রবোধ অঙ্গদে
নাথ !—আঘ্রাণি মস্তক করিতে যেমতি
স্নেহে দূরযাত্রাকালে ;— প্রবাসযাত্রিক
তুমি,—বল বলিবার যাহা অধিনীরে।

প্রতিজ্ঞাবিমুক্ত রাম সুগ্রাব নিকটে,—
সাধনে নিধন তব,—সম্পন্ন স্বকার্য্য—
শ্রেষ্ঠ। সুগ্রীব! বিনষ্ট বিষম বিপক্ষ
তব সিদ্ধবাঞ্ছা তুমি,—পাবে ভার্য্যা রুমা—
নিরুদ্বেগে—এবে কর রাজ্য ভোগ—সুখে।
নাথ! কেন না সম্ভাষ প্রিয়সী তোমার,—
কাঁদিতেছি এবে—এত—অন্তর সন্তাপে,—
ব্যথিতে অতীতে যারে দেখিলে ভাবিত?
দেখ চেয়ে,—অভিমুখে একবার তব,—
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী প্রিয়নারী এসকল
প্রতি এথা আহা! বিধু-বিয়োগ-বিধুরা
তারাকুল যেন—শোকে। কাঁদিতে লাগিলা
তবে কৃশাঙ্গী সমস্ত অত্যন্ত কাতরে,
তারার এ শোক গর্ভ সন্তাপ বিলাপে;—
কাঁদে দিগাঙ্গনাগণে যেন দিন অন্তে।
কহিতে লাগিলা তারা, নাথ! তারানাথ
তুমি ছিলা তারাসহ দিবানিশি ভুঞ্জে
সুখ-সুধা সমধিক তারানাথ হতে
প্রীতে তারে,—রাখি এবে একা চির জন্য—
শুধুসন্তাপরশ্মিতে,—আঁধারি অন্তর—
চলিলে কি পরবাসে। ফেলে যেওনা এ
পুত্র-প্রাণাধিক-প্রিয়-অঙ্গদ,—স্বরূপ

তব রূপ-গুণ-বেশে। বীর! ক্ষমা কর
এ দাসীরে, করে থাকি যদি কভু কোন
অপ্রিয় অচার তব—বিনা সাবধানে,
জ্ঞানে,—ধরি পদযুগে। কাঁদিতে কাঁদিতে
হেন সকরুণে তারা করিলা সংকল্প
অনাথনাথআশ্রয়ে সতীগতি যথা
প্রায়োপবেশনে,—শোকে শাখামৃগীকুল-
সহ পতির অদূরে; কহে মৃদুভাষে
হনুমান যূথশ্রেষ্ঠ দেখি হেন তারা,—
গগণ স্খলিতা তারা যেন নিপতিতা—
স্থিরা;—নৃপতি-মহিষী! ভোগে অকাতরে
জীব,—আয়ু অবসানে—পাপপুণ্যভূত
যত ফলাফল তার-আত্মকৃত কার্য্য
গুণ দোষ বশে। কোন্ শোকার্হ নিমিত্ত
বল করিছ সন্তাপ—শোচনীয় হেন
যবে নিজে তুমি। নাশে দীনতা সুদীন
বল সম্ভবে কেমনে,—করিছ করুণা
হেন কোন দীনে যবে নিজে দীনা তুমি?
জানিনা কে হতে পারে সন্তাপিত শোকে,—
ক্ষিতিতলে জলবিম্ব প্রায় দেহে—বৃথা।
জীবিত পুত্রে! দেখ এ কুমার অঙ্গদে;
ভাবিভূত ভাবিকার্য্য বিধি বিজ্ঞোচিত,-

চিন্ত কি কর্ত্তব্য এবে বালি দেহ অন্তে।
জান ত বিধানহীন জীবমৃতি নিত্য—
ইহ—জীবলোকে,—অতি অনুচিত শোক—
দাবাগ্নি সদৃশ—দুঃখে জ্বলি দহে দেহ;
অগত্যা কর্ত্তব্য চিরশুভ পতি পুত্র
পরলোকে। নিরাশয় আজি তিনি কাল
আয়ত্তে,—যাপিত কাল যাঁর সন্নিধানে
শাখামৃগ বহুসংখ্য বিবিধ আশয়ে।
করোনা সন্তাপ আর এঁর হেতু শোকে;—
ভূষিত ছিলা এ বীর সাম, দান, ক্ষমা
আদি শ্রেষ্ঠ রাজগুণে;—সাধি রাজকার্য্য
ন্যায্য সুনীতি নির্দ্দিষ্ট—রীতি অনুসারে—
প্রাপ্ত পরলোক ইনি এবে পরলোকে।
কপিরাজ্য, কপিব্রজ, কুমার অঙ্গদ
তব—এ সমস্ত। শোক-সন্তাপিত অতি,—
সুগ্রীব, অঙ্গদ, এবে,—নিয়োগ এঁদিগে
অন্তেষ্টি হেতু বালির। অনুষ্ঠিত হ'ক
স্বাগত কার্য্য সম্প্রতি বালির উদ্দেশে,—
প্রয়োজন পিতৃলোকে পুত্র-পিণ্ডজল;—
এ ভিন্ন কি আছে আর কর্ত্তব্য বিধান,—
যদার্থে কামনা পুত্রে; শাসন কুমার
রাজ্য তব আজ্ঞামতে। তারা! তুষ্ট হবে

অবশ্যই—দেখি পুত্র অঙ্গদ আসীন
রাজসিংহাসনে,—কর রাজ্যে অভিষেক
পুত্র। কহিলা কাতরে তারা কান্ত-শোক-
বেদনা-বিহ্বলা—চাহিনা শত অঙ্গদ
স্বরূপ আত্মজে এবে,—শ্রেয়ঃকল্প মম
মৃত বীর-সহমৃতা। প্রভুতা কি আছে
মম অঙ্গদাভিষেকে, কপিরাজ্যে,—হত
ভাগ্য—অজাগলস্তনসম শুধু আমি
নাশে নাথ, ধরানাথ,—ধরাভার বৃথা।
পিতৃব্য সুগ্রীব প্রিয়পুত্র অঙ্গদের,
অগত্যা আয়ত্ত সব এঁর এতে। কর
না কল্পনা হেন রাজ্য দিব আমি—পুত্রে,
স্বতঃ প্রবর্ত্তে, প্রকৃষ্ট প্রভু পিতা পুত্রে,—
নহে মাতা—স্নেহময়ী। কি আর আমার
ইহ—পরলোকে এবে,—অনাথিনী আমি,—
বিনা বল্লভ বালির পদাশ্রয় শুভ;—
অগত্যা এ ধরাশায়ী—মৃত মহাত্মার
পাশে বিরাম—সুচির শান্তি। এ সময়
স্বল্পশ্বাস বহির্ভূত—মৃতকল্প বালি,—
ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতে—দেখিলা সম্মুখে
সুগ্রীব সন্তাপে ক্ষুব্ধ। কহিলা মুমূর্ষু
বীর স্নেহসম্ভাষণে বিজয়ী-সোদরে;—

সুগ্রীব! হয়েছি আমি আকৃষ্ট অধর্ম্ম—
আয়ত্তে,—অবশ্যম্ভাবী—বুদ্ধি-মোহ-বলে
অগত্যা লওনা যত অপরাধ মম।
নাই নির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টে বুঝি আমাদের
কভু সোদর সৌহার্দ্দ, রাজসুখ,—ঐক্যে,—
নতুবা ঘটিবে কেন হেন বৈপরীত্য।
যাহ'ক, কর গ্রহণ একাননবাসী—
শাসন-ভার সমস্ত আজি,—পাল পুত্র-
সম শিষ্টে, দুষ্টে দণ্ডি বিধিমতে দোষে,—
ত্যজিব জীবন,—দেহ প্রিয়তম এবে;—
ছাড়ি যাব প্রাণ, রাজ্য, মহতীশ্রী, যশঃ—
সুনির্ম্মল। বীর! আরো কিছু অতঃপর
বলিবার মম,—হবে করিতে তোমাকে,—
কিন্তু হলেও দুষ্কর। চলিলাম রাখি
এবে পুত্র প্রাণাধিক প্রিয় এ অঙ্গদে—
বালক-অল্প বয়স্ক ভাসে অশ্রুনীরে—
পড়ি ধরাপরে;—দেখ, সুখ উপযুক্ত,
সুখেই পালিত মম, পুরিবে প্রার্থনা
এঁর সদা রক্ষি পুত্রনির্ব্বিশেষে—স্নেহে।
পিতা দাতা তুমি এবে,—রক্ষক ইহার।
অর্পিবে অভয়-ভয়ে—আমাসম। দক্ষ
এ শ্রীমান, মহাবীর তবতুল্য,—হবে

তব অগ্রসর,—বধে অরাতি রাক্ষস।
পারিবে মমানুরূপ কৃতকার্য্য হতে
রণে,—প্রকাশি বিক্রম এ যুবা তেজস্বী।
সুষেণ-তনয়া-তারা—সূক্ষ্মার্থনির্ণয়ী
উত্তম সুপটু দিতে সুযুক্তি বিপদে—
অনুষ্ঠিবে তা যা শ্রেয়ঃ বলিবেন ইনি—
নিঃসংশয়ে। অনন্যথা কিছুমাত্র কভু
অভিমত-মত এঁর। কর্ত্তব্য তোমার
অগ্রে অনুষ্ঠান করা,—প্রতিজ্ঞা পালনে,
উপকারী-উপকার প্রাণপণ-যত্নে—
অশঙ্কিত-মনে,—রাম কার্য্যে,—প্রত্যবায়
ঘটিবে নতুবা হলে অবমানিত এ
বীরেশ-বর সাধিবে বিশিষ্ট অনিষ্ট—
নিশ্চয়ই। ধর কণ্ঠে এবে এ হিরণ্য-
হার দিব্যদীপ্ত,—এতে উদার জয়শ্রী-
বিরাজিত,—কিন্তু এশ্রী হবে অন্তর্হিত
শবস্পর্শ-নিবন্ধন দেহান্তে আমার।
কহিলে এরূপ বালি সোদর্য্য-সস্নেহে,—
নির্ব্বাপিত-বৈরানল সুগ্রীবের,—ভ্রাতৃ-
স্নেহে এ বাক্যে বালির ত্যজিলা সন্তোষ
জয়ে,—বিমণ্ণ বিষম আহা!— রাহুগ্রস্ত
শশধর দেখি যেন গ্রহ প্রভাহীন ;

আসীন আসন্নকাল দেখি কহে বালি
সম্মুখীন প্রাণপ্রিয়-অঙ্গদ-অঙ্গজে ;
বৎস ! দেশ কাল বুঝ এবে সচেষ্টায়
উপেক্ষি ইষ্ট, অনিষ্ট, সুখ দুঃখ সয়ে
থাকিবা একান্ত বশ—সদা সুগ্রীবের,—
সেবাকালে। পালিলাম আমি যত্নে, স্নেহে ;—
নিরবচ্ছিন্ন শাবকে যথা রক্ষে পক্ষী,—
উপস্থিত এবে সেবাকাল তব দিবা
কাল যথা অরুণের প্রাতঃ-সুখ ভোগে।
করিবা না সমাদর সুগ্রীব,—অগত্যা
ঘটিলে কদাচ সেবা ব্যতিক্রম তাঁর।
দূরে রবে তাঁর—যারা সুগ্রীব অরাতি,—
সাধিবে একান্তে প্রভু-কার্য্য বশ্যভাবে,—
নিরধি প্রবৃত্তি লোভ-কাম-ক্রোধ আদি
করোনা প্রণয়-অতি—অপ্রণয়, সহ
এঁর দোষ অতিশয়—এ উভয়,—কাজে
বুঝিয়া চলিবে এর মধ্যপথাশ্রয়ে।
উদ্বর্ত্তিত নেত্র বালি আহা ! এর মধ্যে
বিকট রদ বিবৃত বিবর্ণ-বিশিষ্ট
সম্বরে জীবন লীলা মায়ার সংসারে ;—
অপ্রতিভ যাদু যথা মায়া কার্য্যনাশে,—
যার পর নাই—শর প্রহার—কাতরে।

ষষ্ঠ সর্গ।

কহিতে লাগিলা তবে শাখামৃগযূথ,—
সজল-নয়নে,—দেখি হত যূথপতি—
বালি ;—হায় ! কপিরাজ ! আরোহিলে স্বর্গ
আজি আঁধারি কিস্কিন্ধা, শূন্য—পুর, পুরী,—
শৈল, বন, উপবন,—নিষ্প্রভ,—নিস্তেজ—
আমরাও অবসন্ন,—বিশ্বজীব যথা
অস্তে রবি। নিঃশঙ্কিলা আমাদিগে যুদ্ধে
যে শূরমণি,—বিনাশি সে দুষ্ট, দুর্ব্বিনীত,
গর্ব্বী গন্ধর্ব্ব-গোলভ,—যুঝি অবিশ্রান্ত
দিবারাতি—পঞ্চদশ বৎসর,—ষোড়শে ;
কেন বা কেমনে কিসে মৃত্যু তাঁর ; আহা !—
অশান্ত বন্য গোকুল যথা বৃষ নাশে—
সিংহ-সঙ্কুল-অরণ্যে,—অস্থির অত্যন্ত
বানরেরা। মগ্ন তবে শোকার্ণবে তারা—
তারানাথ-রত-প্রাণা,—যথা ব্যোমার্ণবে—
আলিঙ্গিয়া মৃত পতি,-মুখ নিরীক্ষণে,—

রহিলা ভূশায়ী—যথা আশ্রিত লতিকা
বেড়ি ছিন্ন মহীরুহ।—কহিতে লাগিলা
তারা আঘ্রাণি বদন—বিনোদ—বালির ;
নাথ! না শুনি দাসীর কথা আছ শুয়ে—
আয়াসে আয়াসকর এ অতি বন্ধুর
উপলখণ্ড-সম্পূর্ণ-দৃঢ়-ভূমি পরে
আত্ম অভিমানে। বুঝি অনুরাগ তব
অধিক—অপেক্ষাকৃত বসুন্ধরাতেই,
রয়েছ শয়ান তাই আলিঙ্গিয়া এঁকে—
স্নেহে,—করিছ না আর সম্ভাষণও এ
অধিনীরে। সাহসীক! আশ্চর্য্য অত্যন্ত!—
দুষ্কর দৈব আয়ত্ত ত্রিদিবে শ্রীপতি—
রাম সুগ্রীব-আয়ত্ত মর্ত্তে—অবতারে ;
অগত্যা সুগ্রীব বীরগণ্য ধন্য। নাথ!
বিলাপিছে বীর বলি অনাথ সকলি
এবে প্রজাবর্গ তব—ভল্লুক, বানর,—
সেবিত সযত্নে যারা ও পদ রাজিবে ;—
কাঁদে অঙ্গদ অনাথ অতি শোকাকুল,—
আমিও পরিতাপিত। কেননা জাগিছ
নাথ! এ রোদননাদে—চিরনিদ্রাগত!
হা! একি সে বীরশয্যা—শত্রুকুল শায়ী,—
এতে করিতে তুমিই যেমতি নকুল

অহিকুলে,—আগে,—এবে রয়েছ শয়ান
স্বয়ং—কালসর্পাঘাতে,—হয়ে সংহারিত।
কোথা গেলে নাথ! রাখি একাকিনী—
এবে এ পত্নী অনাথা তব,—রণপ্রিয়
তুমি,—বিশুদ্ধবংশজ বীর। হা! যেন না
দানে আর কন্যা বীরে,—বিচক্ষণ লোকে;
দেখ, বীরনারী আমি হলাম বিধবা—
সদ্যই শূরত্বে,—ছাড়ি গেলা নাথ—গেল
সম্মান,—সুখও মম,—সুনিমগ্ন আমি
গভীর শোকসাগরে,—তরণী যেমতি
বিনা কর্ণধার,—পতি; বিনির্ম্মিত বুঝি
মম এ হৃদি কঠিন,—প্রস্তরসারাংশে,
কেননা, হল না বিদীর্ণ শতধা ইহা
আজি দেখি হত, গত—হৃদয় আধার
স্বামী—প্রাণের ঈশ্বর। নাথ! বলে সুধী—
বিজ্ঞে বিধবা, অনাথা—সম্পন্না সম্পত্তি—
ধন-ধান্য-আদি কিম্বা পুত্রবতী যে স্ত্রী,—
পতিহীনা; পতি তুমি—সুহৃদ প্রকৃত—
প্রিয় মম,—সংহারিল আক্রমি তোমারে—
এবে—অন্যবীর,—পড়িয়াছ তুমি স্বীয়
দেহস্রুত রক্তস্রোতে—উদ্বোধিছে যেন
শুয়েছ রঞ্জিত লাক্ষা—রাগ-আস্তরণে।

শোণিত-ধূলি সর্ব্বাঙ্গে তব আলিঙ্গিতে
অক্ষম আমি,—এবে,—এ ক্ষীণ ভুজযুগে।
হা! অন্তর আজি ভয়,—ক্রোধ সুগ্রীবের,
একমাত্র রাম শরে—কৃতকার্য্য তিনি
দারুণ এ শত্রুতায়। বীর! বিদ্ধশর
তব হৃদে,—ব্যথা পাও পাছে—গাত্রস্পর্শে,—
অন্যে নিবারে—তজ্জন্য,—দেখিতেছি শুধু—
এবে চক্ষে ও বরাঙ্গ—বীরাঙ্গ,—দেখিতে
পাবনা আর এ পাপ জনমে—জগতে।
উদ্ধারিলা নল গিরিগুহাগত নত-
ভীষণ ভুজঙ্গসমশর তবে—বালি-
হৃদি হতে,—রক্তরাগলিপ্ত শর আহা!
রঞ্জিয়াছে অস্তরবি-রশ্মিজালে যেন।
বহিতে লাগিল রক্ত,—গৈরিকগলিত-
বাহি জলধারা যথা—পড়ে গিরি হতে,—
অনর্গল ব্রণমুখে—শরোদ্ধার মাত্র।
রণধূলী-জালাচ্ছন্ন সর্ব্বাঙ্গ বালির
নিমর্জ্জয় অশ্রুনেত্রা—তারা,—অশ্রুনীরে—
অভিষেকে সুরধুণী যেন পিতৃবন
ভস্মাচ্ছন্ন অঙ্গ-সঙ্গে। কহিলা কাতরে
পরে রাণী, পিঙ্গলাক্ষী, পুত্রাঙ্গদে—বৎস!—
দেখ চাহি উপস্থিত মহারাজার এ

নিদারুণ শেষ দশা। কলুষ-সঙ্কিত—
শত্রুতার শেষ আজি এর—দেহ-শেষে।
চলিলা লোকান্তরে এ কিষ্কিন্ধ্যা-শিখর-
রবি—ইহলোকে-অস্তে। কর অভিবাদ
এঁকে ভক্তি প্রীতি সাধে—চিরদিন জন্য।
প্রীত সর্ব্ব দেব, তপ, ধর্ম্ম, স্বর্গ পিতৃ-
প্রীতে,—গৃহিলা পিতার পদ স্থূল গোল
ভুজযুগে,—উল্লেখি স্বসংজ্ঞা অঙ্গদ,—এ
হেন আদিষ্ট মাত্রেই—গাত্রোত্থানি তবে।
কহে তদ্দর্শনে তারা ;—নাথ! প্রণমিছে
অঙ্গদ তোমাকে ; কিন্তু কেন না করিলে
এবে তেমতি,—দীর্ঘায়ু হও বলি—পূর্ব্বে—
করিতে যেমতি—তুমি আশীর্ব্বাদ এঁকে।
হা! সপুত্র-প্রণয়িনী আছি কাছে তব,—
মৃগেন্দ্র নিহত বৃষ সমীপে যেমতি
সবৎসা-গোধন—ক্ষুণ্ণ, খেদে—আর্ত্তনাদে।
অনুষ্ঠিলা রণযজ্ঞ, যজ্ঞকর্ত্তা তুমি,—
যজ্ঞান্ত স্নানিলে বল কেমনে আপনি—
স্নাম অস্ত্র-জলে,—ধর্ম্মপত্নী-বিনা আমি।
কেন না নিরখি আর এবে সে সুবর্ণ-
স্রক,—সহস্রাক্ষী অর্পে যা তোমায় যুদ্ধে,—
পরিতুষ্টে। অবিগত রাজশ্রী-সৌন্দর্য্য

শোভা তব—নিধনেও, যথা অস্তগত
দশ শত করধারী-করপ্রভা ভাতে
অস্তাচলে। উপেক্ষিলা নাথ! হিত, নীত
কথা মম,—নিবারিতে অক্ষম আমিও
তৎকালে ;—অগত্যা হতে হইল নিহত—
আমায়—আত্মজ সহ তোমার নিধনে,
এবে—শ্রী তোমার সহ ত্যজিলা আমারে।
গভীর শোকপ্রবাহে প্রবল আক্রান্তা
তারা,—পবন প্রবাহে ধারাধর যথা,—
বর্ষে অশ্রু প্লাবি দেহ,—দর্শনে সুগ্রীব
সহজ সংহার-শোকে—সন্তপ্ত অত্যন্ত,—
ব্যথিত যৎপরোনাস্তি—ভৃত্যগণ সহ,—
গেলা সন্নিদ্ধ রাঘব—উদার—স্বভাব,
বিরাজিত রাজচিহ্ন সর্ব্ব অবয়বে,
করে ভূজগভীষণ শর শরাসন।

কহিলা রাজন!—এবে সফল প্রতিজ্ঞা
তব, বিনাশিত বালি,—রাজ্য প্রাপ্ত আমি,—
আজি ভোগ সুখে কিন্তু একান্ত উদাস—
এ হতভাগ্যের মন,—শোক—মোহাবেশে।
কাঁদিছে নিরবচ্ছিন্ন রাজরাণী তারা,—
নেত্রনীর-নিঃসরণে,—করে নিরন্তর
চীৎকার কাতর স্বরে,—পুরবাসিগণে

মন-দুঃখ,-ক্ষোভ-তাপে,—বিগত রাজার
প্রাণ—সঙ্কট কুমার-অঙ্গদের দেখি,—
কিহবে আমার আর রাজ্য লয়ে তবে।
অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ আমি অবমাননায়,—
আগে বাঞ্ছি ভ্রাতৃ-বধ,—মর্ম্ম-ব্যথা এবে
ভেদে হৃদি নিরন্তর—অসহ্য নিগ্রহে,—
ব্যথিত নিতান্ত তার নিধন সন্তাপে।
শ্রেয়স্কর অতঃপর মম চিরদিন
বাস,—ঋষ্যমুকাশ্রয়ে,—কোন মতে করি
দিনপাত তথা—স্বীয় স্বজাতিবৃত্তিতে ;—
যে কদিন থাকে প্রাণ স্বতঃ স্বার্থপ্রিয়,—
স্পৃহনীয় নহে আর স্বর্গও আমার,
সোদর সংহারী আমি—পাপাত্মা, পামর।
কহিলা এ বীরবর বিজয়ী ধীমান্
সৌভ্রাত্র-স্নেহে,—আমাকে দেখি পরাজিত—
যুদ্ধে 'যাও বধিবনা তোমায় আত্মায়'
বলিতে কি এ বচন প্রধান উচিত,—
জ্যেষ্ঠ ইনি—কিন্তু নীচ,—কনিষ্ঠ এ দুষ্ট
সমুচিত হল মম বাক্যে,—কৃতকার্য্যে।
পারে কি সে বাঞ্ছিবারে গুণী ভ্রাতৃবধ ?
রাজত্ব, নিধন দুঃখ স্বাদ আস্বাদনে
ভোগেচ্ছা প্রবল যার,—গর্ব্ব খর্ব্ব হয়

পাছে—তাই অনিচ্ছুক ছিলা বালিবীর
বধিতে আমারে—বৃথা হীনবীর্য্য আমি ;—
করিলাম কিন্তু একি কার্য্য অনুচিত,—
দুর্ব্বুদ্ধি-আয়ত্তে।—যবে আক্রোশি ক্ষণেক
লক্ষ্যি তোমায় পলায়ে শাখী-শাখাঘাতে,—
কহেন শান্তিয়া মোরে, বালি 'দেখ, কর
না এমত আর তুমি' বস্তুতঃ রক্ষিলা
বালি সাধুভাব-ধর্ম্ম, ভ্রাতৃত্ব স্বধর্ম্মে ;
দর্শিলাম কিন্তু আমি ঘৃণ্য কাম, ক্রোধ,
জঘন্য কপিত্ব—পশু-সম কপিকুলে।
সখে ! ভ্রাতৃবধী আমি,—লিপ্ত পরিহার্য্য
অচিন্ত্য অপ্রার্থনীয় এ অদৃশ্য পাপে,—
সুররাজ শক্র যথা বিশ্বরূপবধে।
অংশে সে কলুষ কিন্তু ক্ষিতি, অপ, তরু-
কুল, নারী জাতি ; এবে কে লবে কে সবে
পাপ বন্য বানরের ; করেছি আমি এ
কর্ম্ম-হত-ধর্ম্ম কুল-ক্ষয়-কর-ক্রোধে।
নহেত উচিত মম প্রজা-সন্নিধানে
সুলভ সম্মান লাভ আর,—দূরতর
রাজত্বের কথা ; যোগ্য ও নহে আমার
যৌবরাজ্য—নিষ্ঠানিষ্ঠযুবাজনন্যায্য।
করেছি এ অনুষ্ঠান অধর্ম্ম—জঘন্য,

পরমার্থ নাশি—লোক বিনিন্দিত এবে,—
প্রবলপ্রবণ—নিম্নে জল বেগ যথা—
আক্রমে সে শোক-বেগ মোরে। নদীকুল
সম আঘাতে আমারে,—মাতঙ্গপ্রকাণ্ড—
গর্ব্বিত সে পাপময়,—শুণ্ড, চক্ষু, শৃঙ্গ,
মস্তক সন্তাপ যার,—ভ্রাতৃনাশ দেহ।
হায়! সমল সুবর্ণে যথা বহির্গত
মল,—অগ্নি শুদ্ধি-কালে, বিদূরিত আমা-
হতে পুণ্য এ দুঃসহ-পাপাগ্নি সংসর্গে।
গত জীবনার্দ্ধ এবে অঙ্গদ,—বানর
মহাবল এ সকল,—আমা হেতু শোক-
তাপে। দুর্লভ সন্তান—সুজন-সুবশ্য,—
কিন্তু বলিতে কি, মিলে না কোথাও পুত্র—
অঙ্গদ সদৃশ—রূপ, গুণে;—হা! কোথা বা
হেন স্থান আছে আর যথা পাই ভাই।
সখে! বাঁচিবে না আজ কভু এ অঙ্গদ—
বীরারুণ,—বাঁচে যদি পালনার্থ—তত্ত্বে—
বাঁচিবেন তারা-স্নেহে,—নতুবা ত্যজিবা
প্রাণ ইনিও কাতরে—পুত্র-শোক-ভরে।—
প্রবেশিব অগ্নি তাই তুল্যতা লভিতে
সপুত্র সোদর সহ,—নিবাতে শোকাগ্নি—
সমাধি আগুণে;—যথা নাশে বিষ বিষে।

অন্বেষিবে সীতা তব,—নিদেশের বশে,—
যত্নে,—এ সব বানর—অনুরোধে মম।
অবশ্য এ কার্য্য সিদ্ধ হবে তব,—পরে,—
হলেও অন্তরগামী আমি—পরলোকে।
বিড়ম্বনা মাত্র এবে ধারণ এ প্রাণ,—
কুল বিনাশক দোষী,—প্রকাশ সম্মতি—
অভিমতে মম—হিতে। বিচিন্তিত ক্ষণ-
কাল রাম—কালাতীত—অচিন্ত্য,— লোকেশ
শুনি হেন শোকাকুল—সুগ্রীব সম্ভাষ।
বাষ্প পূর্ণ নেত্রযুগ তাঁর,—ব্যগ্র অতি
উৎকণ্ঠায় নিরীক্ষণে—শোকসিন্ধু-মগ্না—
সজলনেত্রা তারাকে—বারম্বার ব্যথি
সম-শোকে।—কুরঙ্গাক্ষী তারা—তেজস্বিনী—
অবসন্না-ধরাশায়ী—বালি-আলিঙ্গনে,—
সহমৃতা-সতী যথা সহ-মৃত-পতি ;
তুলি তবে লয়ে যায় সচীব-প্রধান—
কপিগণ,—তথা হতে স্থানান্তরে তাঁকে।
দেখিলা অদূরে তারা,—দাঁড়ায়ে বীরেন্দ্র-
রাম—জ্বলিত-স্বতেজে—সৌরী-সম—করে
শর-শরাসন—ভীম। বুঝিলা দর্শনে,
নৃপতি চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট, অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট
এ পুরুষ শ্রেষ্ঠ,—তিনি বলি রঘুবীর।

উপেক্ষিত দেহভার সম্পূর্ণই তাঁর,—
হৃদিভেদি-মনস্তাপে,—স্খলিত-চরণ-
গেলা দ্রুত-সন্নিহিত-রঘুকুলবীর—
সে শুদ্ধ-স্বত্ব-সুরেন্দ্র-প্রভাব-প্রভূত—
মহানুভবের,—শোক সন্তপ্ত অত্যন্ত,—
কাতরে কহিলা ;—বীর !—পরম ধার্ম্মিক
তুমি ধর্ম্মের আধার,—অসীম-স্বগুণে—
গুণত্রয়াতীত,—অতি দুর্লভ এ জীব
লোকে—জিতেন্দ্রিয়, প্রাজ্ঞ, বিরাজিত কীর্ত্তি
তব অক্ষয় সর্ব্বত্র,—পৃথ্বী সম ক্ষমী
তুমি,—সুদৃঢ় সর্ব্বাঙ্গ, রক্তনেত্রযুগ—
রক্তোৎপল যেন শোভে শ্যামল সরস—
সদৃশ দেহে;—লভেছ দিব্যাঙ্গ সৌষ্টব,—
শ্রীবৃদ্ধি-সুখ-অতীতে তুমি মর্ত্তলোকে।
করে শর শরাসন তব,—এবে নাশ
আমাকে সে শরে,—যাতে বধিলে বালিকে ;
হব সহগামী এঁর,—হত হয়ে আমি।
সম্ভাষিবে না কখন অন্য নারী সহ
আমা ভিন্ন ইনি—স্নেহে অনুরক্ত মম ;
পদ্মপলাশ-লোচন ! সুখ-সেব্য-স্বর্গে
আসিবে অপ্সরা সব—সমুজ্জ্বল বেশে—
বালি সন্নিধানে করি অলঙ্কৃত রম্য

রক্তপুষ্পে—কেশপাশ,—কাতর অত্যন্ত
বালি মম অদর্শনে,—হবে না সে সঙ্গে—
মিলি প্রীত কভু তবে,—দেখি উহাদিগে।
বীর! ব্যাকুল যেমতি তুমি জানকীর
জন্য—এ রম্য শিখরি-শৃঙ্গে,—শোকাকুল,—
হবে তথা বালি রাজা স্বর্বর্ণ—স্বর্গেও
বিবর্ণ মম বিরহে। জানত তা তুমি,—
ক্ষুণ্ণ—কান্তা বিনে যথা কান্ত দিব্য-কান্তি
বিনাশ আমাকে,—আশু—তাই,—কহিতেছি
আমি; দেখ, অপারগ সহিতে অসহ্য—
বালি-অদর্শন-ক্লেশ—মম। মহাত্মন্!—
বুঝ না ঘটিবে এতে স্ত্রীহত্যা পাতক—
তব,—বধিলে আমাকে;—পতিআত্মা, পতি-
প্রাণা, পতিনাশে—গতা-জীবনার্দ্ধ আমি,—
ভাবি—নাশ এবে মম আত্মা—বৃথা; এতে
বর্ত্তিবে না কভু পাপ নারী-বধে তব।
দেখ,—অভিন্ন উভয় পতি পত্নী,—যজ্ঞে
অধিকার,—প্রতিপন্ন ও ইহা প্রমাণ,
বেদে। আরও উৎকৃষ্ট দান নাই অন্য
কিছু স্ত্রীদান অপেক্ষা,—ধর্ম্মেপ্সিত, জ্ঞানী,
গুণী পক্ষে—ইহলোকে। প্রদানিবে তুমি—
স্বীয় প্রিয়কার্য্য বলি বালি করে মোরে,—

ধর্ম্ম অনুরোধ হেতু,—অগত্যা স্পর্শিবে
না পাপ নারীবধে—এ দানবলে তব।
বীর! অনাথা, শোকার্ত্তা একান্তই আমি,—
অনুগত পতি; লয়ে যাইছে অন্যত্রে
আমায় এ সবে,—স্বামিসন্নিধান হতে—
এবে,—করনা ঔদাস্য কিছুতে আমাকে—
বিনাশে—আশু। হা! সাধু-সুধাভাষী
মাতঙ্গ-মন্থরগামী যিনি,—সুশোভিত
হেম হার দিব্য যোগ্য ধারণে প্রধান,—
বিজ্ঞ, বীর, সে ধীমান বালির বিরহে—
রাখিব না কভু প্রাণ,—পতি-প্রিয় দেহে।

সপ্তম সর্গ।

কহিতে লাগিলা তবে প্রবোধ-বচন—
হিতকর—রাম রঘু-কুল-চূড়ামণি,—
রাজমহিষী তারাকে—বীরপত্নী !—কর
না হেন কুমতি তুমি, সৃজিছেন স্রষ্টা—
জীবে, দেছেন যোজিয়া সুখ, দুঃখ সহ,—
এ মায়াচক্রে—তিনিই চক্রী শাস্ত্রে বলে,—
চালান জগতচক্র—দৃঢ় আশা-দণ্ডে,
কালবর্ত্মে,—প্রতিপত্তি লভে আত্মা—মৃৎসা
সম—কৃত-কর্ম্ম-সূত্রে,—অতিক্রম করা
একান্ত অসাধ্য,—বিধি-নিয়ন্ত্রিত বিধি—
অধীন তাঁর এ সব ত্রিলোকের লোক।
প্রীত হবে তুমি এবে তাঁর ইচ্ছা মতে,—
লভিবে কুমার প্রিয়—তব,—যৌবরাজ্য।
বীরপত্নী তুমি, বীরমাতা, অনুচিত
কাজেই এ শোক তব। বিগলিত-অশ্রু—
অবিরত—শীতাতারা,—সম্বরে সন্তাপ,
শোক, আশ্বাস-বিশ্বাসে হয়ে আশ্বাসিত
এ শান্ত বাক্যে—রামের,—প্রভূত-প্রভাব।

কহিতে লাগিলা তবে রাম,— শোকাক্রান্ত
সম শোকে,—প্রবোধিয়া সুগ্রীব, অঙ্গদ,
তারা ;—দেখ, সংসাধিত নহে কভু মৃত
ব্যক্তি শুভ শোকে, তাপে,—ত্যজি,—পরিত্যজ্য
দুষ্ট-দেহ-রস সম,—অনুষ্ঠান যত্নে
আবশ্যক কার্য্য এবে বিহিত বিধানে।
উপেক্ষা নিষিদ্ধ লোকে—লোকাচার ধর্ম্ম ;—
রক্ষেছ তাহা তোমরা অশ্রুপাতে-আর্ত্তে,—
করনা কালাতিপাত আর এবে,—এতে,—
ঘটিতে পারে ব্যাঘাত বিহিত কর্ম্মের—
বহুবিধ—সামাজিক বিধিমতে। দেখ,
অদ্ভুত কাল প্রভাব অতি, সৃজিতেছে
কাল,—সম্পাদিছে কার্য্য,—কাল কালে কালে—
সফল বিফলে কার্য্যে রাখিছে প্রবৃত্ত,—
কালই এ জীব লোকে জীব সমস্তকে—
অর্পি উপস্থিতে আশা,—অতীত, আগত ;
পারেনা করিতে কোন কার্য্য কেহ কভু,—
নিরপেক্ষে কাল—সত্য—বর্ত্তমান কালে ;—
প্রাক্তন কর্ম্ম অধীন লোক ;—কিন্তু কাল
সহকারী সদা—পুনঃ—সে প্রাক্তন কর্ম্মে।
অনন্ত কাল প্রবাহ গতায়াতে সদা—
অনন্ত—কালসাগর—অতীত—আগতে।

নিরতিক্রম্য সে কালে,—অতিক্রমাক্ষম
ঈশ্বর স্বয়ংই,—যিনি সর্ব্বকাল-কর্ত্তা।
নাহি হেতু, পরাক্রম ;—পারে না রোধিতে
বলে, জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ,—মিত্র-আত্মীয়তা,—
কাল সন্নিধানে,—পূর্ণ অনায়ত্ত কাল—
অক্ষয়, অপক্ষপাতী, কিন্তু বিজ্ঞ লোক
প্রত্যক্ষে-প্রত্যক্ষে স্ব স্ব কার্য্য পরিণাম—
কালকৃত। সুসম্পন্ন স্বার্থ,ধর্ম্ম,কাম
কালের প্রভাবে,—ভূত যেমতি ভুবনে—
পরমাণুভাবে। লভে ছিলা বালি সুখে—
সুখ সেব্য ভোগসুখ-সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যে
সাম দান আদি শ্রেষ্ঠ রাজগুণে,—প্রাপ্ত
লোকান্তরে—এবে—স্বীয় প্রকৃতি পরম।
স্বর্গজয়ী তিনি,—ধর্ম্মবলে করিলা তা
অধিকার এবে,—ত্যজি তনু যুদ্ধ-বাদে !
ঘটিল অদৃষ্টে যা সে মহাত্মার কালে,—
উৎকৃষ্ট অবস্থা ইহা কালকৃত কার্য্য,—
অগত্যা নহে সঙ্গত পরিতাপ ; তার,—
কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানই—শ্রেয়ঃ—কালোচিত।

ইতি বালিবধ কাব্য সমাপ্ত।

—০—

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৬	সৌমিত্রী	সৌমিত্রি
৩	১৮	দুন্ধুভি	দুন্দুভি
৪	১২,	সৌমিত্রী,	সৌমিত্রি,
৪	১৯	দুভির	দুন্দুভির
৬	৮	দুন্ধুভি	দুন্দুভি
৭	১৭	ইন্দ্রয়ুধ	ইন্দ্রায়ুধ
১৭	৮	সৌমিত্রী	সৌমিত্রি
২০	১৫	অহুকুলে	অনুকুলে
২৫	৬	সঙ্গে	শৃঙ্গে
২৮	১৩	বধিল	বোধিল
৩২	১১	প্রণয়ের	প্রলয়ের
৫৪	৬	সৌমিত্রী	সৌমিত্রি
৬৮	১৯	সুরধুণী	সুরধুনী
৭৫	২	স্ফলিত	স্খলিত